প্রণয়-প্রমাদ নাটক।

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র রায় চৌধুরী

প্রণীত।

কলিকাতা

নং ২১, ভবানীচরণ দত্তের লেন

ভিক্টোরিয়া যন্ত্রে

মুদ্রিত।

১২৮৩।

উপহার।

মান্যবর শ্রীযুক্ত ভিঙ্গাধিপতি রাজা উদয়প্রতাপ
সিংহ বাহাদুর প্রবল প্রতাপেষু—

রাজন্ !

অনেক গ্রন্থকার স্বদ্ধ তোষামোদার্থে কোন ধনাঢ্য ব্যক্তির নাম সম্বলিত গ্রন্থ প্রকাশ করিয়া থাকেন। কেহ বা আপনার ও আপন গ্রন্থের গৌরব জন্য কোন বিদ্বান ও নাম লব্ধ ব্যক্তির নামে গ্রন্থ উৎসর্গ করিয়া থাকেন। কিন্তু আমার এই ক্ষুদ্র অথচ অতি যত্নের নাটকখানি আপনাকে যে উপহার দিতেছি, তাহাতে আমার মনে উল্লিখিত ভাবের অনুমাত্রও নাই। আমি স্বদ্ধ বিচার সঙ্গত বলিয়া আপনার নামে এই গ্রন্থখানি সাধারণের সম্মুখে উপস্থিত করিতেছি। যেহেতু ঃ—

প্রথমতঃ—এই নাটকের উপন্যাসটী আপনিই আমাকে বলিয়া দিয়াছিলেন, ও এইক্ষণ আবার মুদ্রাঙ্কন ইত্যাদির খরচা আপনি দিলেন। অতএব ইহার উৎপত্তি ও প্রকাশের মূলীভূত আপনি। আমি সুদ্ধ লিখিয়া অবসর। সুতরাং এই গ্রন্থখানি যে এক জন উপকৃত ব্যক্তির ন্যায় সাধারণ সমীপে আপনকার নাম কীর্ত্তন করিবে ইহা নিঃসন্দেহ বিচার সঙ্গত।

দ্বিতীয়তঃ—এই নাকট রচয়িতার সম্বন্ধে আপনকার যে ভূরি অনুগ্রহ তদ্বিষয়ে গুটিদুই কথা এস্থলে বলিলেই যথেষ্ট হইবে। আমি আপনার ইংরাজী শিক্ষকের পদে নিযুক্ত থাকিয়া প্রায় প্রতি বৎসরই দেড় মাস করিয়া ছুটি লইয়াছি, কখন বা এক মাসের স্থলে তিন মাস অতাত করিয়াছি, কিন্তু আপনি কদাচ আমার বেতন কর্ত্তন করেন নাই। অধিক কি বলিব আপনার সরকারে চারি বৎসর মাত্র কার্য্য করিয়াছিলাম, তাহাতেই আপনি আমাকে যাব-

জ্জীবনের নিমিত্ত পেন্সন্ অবধারিত করিয়া-
দিয়াছেন।

তৃতীয়তঃ—বঙ্গবাসীদিগের হিতের জন্য আ-
পনি যে সকল কার্য্য করিয়াছেন তাহারও কয়ে-
কটি এস্থলে উল্লেখ করা কর্ত্তব্য। আপনি সাইন্স
এসোসিয়েসন, রিফারম এসোসিয়েসন, প্রাগদূত,
আলবর্ট হাল নির্ম্মাণ, ব্রহ্ম মন্দির নির্ম্মাণ ইত্যা-
রিদ সাহায্যে ও অন্যান্য প্রকারে বঙ্গদেশ ও
বঙ্গবাসীগণের উপকারার্থে ভূরি পরিমাণে আপ-
নার বদান্যতা প্রদর্শন করিয়াছেন। অপিচ ভিন্ন
দেশস্থ রাজগণ মধ্যে কেহ অথবা নিজ বঙ্গেরই
আপনকার তুল্য অল্প বয়স্ক রাজা বা জমিদার
কেহ এতগুলি হিতকর কার্য্য করিয়াছেন কি না
সন্দেহ। অতএব আপনকার নামে যে এই
গ্রন্থখানি প্রকাশ করিতেছি ইহাতে আমার
দেশের সকলেই আমার প্রতি সন্তুষ্ট হইবেন।

পরন্তু অনেক লেখক আছেন যাঁহারা কোন
ধনাঢ্য বা পদস্থ লোকের নাম সম্বলিত গ্রন্থ

প্রকাশ করিতে গিয়া উল্লেখ যোগ্য কোন গুণ খুজিয়া না পাইয়া স্থদ্ধ চাটুবাদীতা অবলম্বন করিয়া থাকেন। তাহাতে তাঁহাদের মনে নিশ্চয়ই ক্লেশ বোধ হইয়া থাকে। কিন্তু সে প্রকার ক্লেশ আমি অনুমাত্রও অনুভব করিলাম না, যেহেতু আমি আপনার সম্বন্ধে যে কিছু বলিলাম সকলই স্বপ্রমিত।

শুভানুধ্যায়ী
শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র রায় চৌধুরী।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

রামপাল সিংহ……………………বীরনগরের রাজা।
গিরীন্দ্র সিংহ……………………পূর্ব্বগত রাজার পুত্র।
সীতাপতি সামন্ত……………… প্রধান মন্ত্রী।
রুদ্রপ্রতাপ সিংহ…………………সেনাপতি।
ভীমরায় …………………………কোটাল।
গঙ্গাগোবিন্দ সেন………………বৈদ্য।
দধিবাহন তর্কলঙ্কার …………পুরোহিত।
দুর্গাপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য……………গুরু।
রামা ……………………………গিরীন্দ্র সিংহের ভৃত্য।
গদা……………………………ভীমরায়ের ভৃত্য।

রাজশরীররক্ষক সৈন্যাধ্যক্ষ, রাজপুরুষগণ, প্রজাগণ, চোপদারগণ।

তারাবতী……………………………রামপাল সিংহের কন্যা।
মানময়ী……………………………সীতাপতি সামন্তের কন্যা।
বিনোদা, সুরমা } ……………………তারাবতীর পরিচারিকা।
বিমলা, চপলা } ……………………মানময়ীর সহচরী।

প্রণয়-প্রমাদ।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

বীর নগর রাজ বাড়ী।

প্রধান মন্ত্রীর উপবেশন কক্ষা।

সীতাপতি সামন্ত ও গঙ্গাধর সেনের প্রবেশ।

সীতা। (বিষণ্ণ ভাবে) আচ্ছা কবিরাজ মহাশয়!

গঙ্গা। আজ্ঞে?

সীতা। এখানে তো আর কেউ নেই। এখন আপনি যথার্থ বলুন দেখি, আপনার কি বোধ হয়?

গঙ্গা। অত্যন্ত সঙ্কট; রোগের আর কিছু বাকী নেই।

সীতা। (কিঞ্চিৎ বিরক্তির সহিত) আরে তাতো

আপনিও বুঝেছেন, আমিও বুঝেছি। হেদে ঘোড়া হাতী গুল পর্য্যন্ত বুঝেছে। ঘোড়াদের সম্মুখে ঘাস যেমন তেমনি রয়েছে, আর তারা এই রাজবাড়ীর দিকে মুখ উঁচ করে দাঁড়িয়ে আছে। হাতী গুল যেন তিলার্দ্ধ শুঁড় স্থির রাখে না, একটা না একটা কাজ কচ্ছেই; তারাও স্পন্দ হীন হয়ে আছে। তবে রোগ যে অতি ভয়ানক কি না তা আপনাকে জিজ্ঞাসা কচ্ছিনে। স্থূল কথা এই যে, এখনও চিকিৎসার হাত আছে কি না?

গঙ্গা। চিকিৎসার হাত থাকবে না কেন? "যাবৎ শ্বাস তাবৎ চিকিৎসা" এতো আয়ুর্ব্বেদে ভূয়োভূয়ঃ বলেছেন। তবে কি না এক্ষণকার যে ঔষধি সে কিছু ব্যয়সাধ্য। আর আমার কাছে প্রস্তুত নাই। কিন্তু আর একটি লোক খরচ দিয়ে প্রস্তুত করিয়েছে, তা থেকে এক আধ সপ্তা লওয়া যেতে পারে। কিন্তু তার মূল্য নগত দিতে হবে। (স্বগত) রাজা যত বাঁচবে তাতো মা গঙ্গাই জান্‌ছেন, তার পরে আমি ঔষধের দামের জন্যে কার কাছে গিয়ে ভ্যান্‌ভ্যান্ করে বেড়াব, আর বেড়ালেই বা কে শুনবে? কবিরাজী ব্যবসা শুদ্ধ মনুষ্য শরীরের নাড়ী জ্ঞান হলেই হয় না, মনুষ্যের মনের নাড়ী জ্ঞান থাকাও আবশ্যক?

সীতা। তা এই ঔষধে রোগ নিরাময় হবেতো?

গঙ্গা। রোগ নিরাময় হবার জন্যই তো ঔষধ—,

ঔষধি আর কি জন্য। আপনি নিশ্চয় জানবেন যদি পরমায়ু থাকে, তবে এই ঔষধিতেই আরাম হবেই হবে। তা না হয়তো আয়ুর্ব্বেদ মিথ্যা। আর যদি পরমায়ু না থাকে, তবে সে স্বতন্ত্র কথা। কেন এই যে কাঞ্চির রাজার ছেলেতো কেউ বলেনি যে বাঁচবে। বড় বড় কবিরাজ ডাক্তার সকলে জওয়াব দিয়েছিলেন। তা এ ঔষধ এ রোগের ব্রহ্ম অস্ত্র।

সীতা। তবে আপনি আর বিলম্ব করবেন না। মূল্যের নিমিত্ত চিন্তা নাই।

গঙ্গা। তা একেবারে কোষাধ্যক্ষের প্রতি বরাত হয়ে গেলেই ভাল হত। কেন না মূল্য না পেলে (এই সময় পুরোহিতকে দেখিয়া স্বগত) হেদে পুরোহিত বেটা এসে দাখিল হল যে। এ যদি এ কথা শোনে, তবে বাগ্‌ড়া দেবেই দেবে। (জনান্তিকে সীতাপতির প্রতি) তা যাক্ যাক্, ভাল তা দেখা যাবে এখন। ঔষধ হস্তগত না হলে বিশ্বাস নেই।

[পুরোহিতের প্রতি বক্র দৃষ্টি প্রস্থান।

সীতা। প্রণাম, আসতে আজ্ঞা হয়।

পুরো। জয়স্তু। দেখ এই যে বৈদ্য জাতটে—এদের জাতির বিষয় তো জান্‌ছই। সে যা হক রোগ নিরাময় ব্যতীত—তোমার যে তা দেখগে—বৈদ্যকে অগ্রে টাকা

দেয়া অতি অপরামর্শ। আর যে বৈদ্য মনে মনে আপনার বিদ্যা জানছে, সেইই ঔষধের মূল্য বলে—তোমার যে তা দেখগে—প্রথমেই কিছু হাতাবার পন্থা করে।

সীতা। তা এদিকেও আবার রোগ আরামের পর, বৈদ্য বিদায়ের সময় অনেকে বৈদ্যকেই মূর্ত্তিমান রোগ বলে জ্ঞান করে।

পুরো। সে যা হক, রাজার ক্ষতি হতে লাগলে আমার ক্ষতি বোধ হয়, তাই বলি। এই যে রাজার এই মুমূর্ষাবস্থা। এ সময় অগ্রে—তোমার যে তা দেখগে—পুরোহিত ডাকতে হয়। তা তোমরা তো সে পাঠ উঠিয়ে দিয়েছ। তা বলে আমি তো নিরস্ত থাকতে পারিনে। যেহেতু এই প্রধান শরীর, এই মহারাজ চক্রবর্ত্তী, এঁর—তোমার যে তা দেখগে—এই মহা রোগে মৃত্যু হবে, আর আমি বসে থাকতে প্রায়শ্চিত্তটা হবে না।

সীতা। মহাশয় অনুগ্রহ করে আগমন করেছেন সে ভালই। কিন্তু রোগটা মহা রোগ কিসে হল? শুদ্ধ জ্বর বৈ তো নয়।

পুরো। ওহো! তাই বল! এই যে তুমি ব্যবস্থা দিতে শিখেছ এই যে। তবে আর আমাদের—তোমার যে তা দেখগে—আর ডাকবে কেন? হাঃ হাঃ হাঃ। আরে অদৃষ্টরে! ঐ যে রামপ্রসাদ খুড় চাকরকে বিপ্র পাদোদক আন্‌তে বলেছিলেন। তা প্রথম দিনতো—

তোমার যে তা দেখগে—খুজে পেতে এনে দিলে। পর দিন চাইবামাত্র এনে দিয়েছে। উনিতো তৎক্ষণাৎ পান করেই জিজ্ঞাসা কচ্ছে´ন, "কিরে হলা, তুই কি"—তোমার যে তা দেখগে—"কালকের সেই বিপ্র পাদোদক কিঞ্চিত রেখে দিয়েছিলি নাকি? নচেৎ তুই এত শীঘ্র কোথা পেলি?" হলা বলে "কেন মহাশয়, আমি"—তোমার যে তা দেখগে—"বিপ্র পাদোদক কর্ত্তে শিখিছি। তোমার আশীর্ব্বাদে একবার দেখলে হলধরকে সে কাজ এড়ায়নি।" খুড় কপালে করাঘাত করে বল্লেন "বেটা তুই,—তোমার যে তা দেখগে—আমার পরকালটা খেলি!" তা তুমিও তেমনি ব্যবস্থা দিতে শিখেছ। মনে করেছ যে বামুনরা মুখে বলে বৈত না, তাতেই যদি হয় তবে তুমি বল্লেই বা হবে না কেন। তা বস্! তবে আর আমাদের এখানে প্রয়োজন কি?

[ক্রোধ-লোহিত মুখে গাত্রোত্থান।

সীতা। মহাশয় ক্ষমা করুন, ক্ষমা করুন, অপরাধ হয়েছে। এখন কি কর্ত্তে হবে বলুন।

পুরো। আপাততঃ স্বস্ত্যয়ন—আর—তোমার যে তা দেখগে—গ্রহ শান্তি ইত্যাদি। রোগ যদি পাপজ হয় তবেতো—তোমার যে তা দেখগে—এতেই আরোগ্য হবে, আর বৈদ্যের ঔষধির কিছু মাত্র প্রয়োজন নাই। আর

যদি কর্ম্মজ হয় তবে রক্ষা নাই। তা হলে প্রায়শ্চিত্ত তার পর—বৈতরণী ইত্যাদি। পরে—তোমার যে তা দেখগে—শ্রাদ্ধাদি যেমন রীতি।

[রাজ গুরুর প্রবেশ।]

গুরু। কি হে তর্কালঙ্কার ভায়া, একি? মহারাজের জীবৎ শরীরেই শ্রাদ্ধ শ্রাদ্ধ করে ধুম লাগিয়েছ যে? কি প্রলোভন! কি অর্থ লিপ্সা!

সীতা। আসতে আজ্ঞা হয়। (সষ্টাঙ্গে প্রণাম)

পুরো। তা আমরা তো—তোমার যে তা দেখগে--লোভী পাপী, যা বলেন তাই। কারণ আপনি যে ঘোরতর সাধু ভাষাতে কথা কন্, তাতে—তোমার যে তা দেখগে—কার সাধ্য বল্‌তে পারে যে আপনার শরীরে কখনও পাপ স্পর্শ হয়েছে।

গুরু। না,না, তোমার লোভ লালসা কিছুই নাই। তুমি কেবল আশীর্ব্বাদ কর্ত্তেই এসে থাক। ভাল তা এই চিরকাল আশীর্ব্বাদ করেও কি আকাঙ্ক্ষা নিবৃত্ত হয়নি?

পুরো। নিবৃত্ত না হলেও বড় ক্ষতি নাই, যেহেতু আমরা ক্ষুদ্র মশা। আমরা চিরকাল লেগেও কিছু কর্ত্তে পারিনে। আর আপনি অশ্বজলুকা, আপনি একবার যাকে ধরেন প্রায় তার—তোমার যে তা দেখগে—পিতৃ পিণ্ড লোপ করে ছাড়েন।

গুরু। তা যাক যাক, হয়েছে হয়েছে। তোমার সঙ্গে আমার বচসার প্রয়োজনাভাব।

পুরো। তাই বুঝলেই হল। দ্বন্দে উভয়েরই ক্ষতি।

[প্রস্থান।

গুরু। দেখ, সীতাপতি বাপা! তুমি পরম ধার্ম্মিক। তোমার সাক্ষাতে বলা নয়, কেন না তাতে তোষামোদ বোধ হয়, কিন্তু যথার্থ কথা না বলেও থাকা যায় না। তোমার বিদ্যা বুদ্ধি বৃহস্পতি অপেক্ষাও অধিক। যখন তোমার সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ হয় আমি তখনই তোমার মুখাবলোকন করেই জান্‌তে পেরেছি যে তুমি অদ্বিতীয় ব্যক্তি। বোধ হয় তোমার স্মরণ আছে. এ রাজ সরকারে তোমার কর্ম্ম হবার মূলীভূতই আমি। আর সেই পর্য্যন্ত যখন তোমার কথা উপস্থিত হয়, তখনই আমি মহারাজকে বলে থাকি যে সীতাপতি সামন্তের তুল্য ব্যক্তি অতি বিরল। সম্প্রতি রাজার সর্ব্বস্ব তোমার হাতে। এক্ষণে এই সকল ভণ্ড লোক স্বার্থ সাধনার্থে নানা প্রকার কৌশল করবে। কিন্তু সাবধান। তোমাকে আর অধিক কি বলব। এক্ষণকার কথা হচ্ছে এই যে রাজারতো চরম কাল উপস্থিত। এ পৃথিবী হচ্ছে কর্ম্ম ক্ষেত্র। মনুষ্য জন্মের প্রধান কর্ম্ম হচ্ছে আপনার ইষ্টদেবকে তুষ্ট করা। যে ব্যক্তি ইহকালে ইষ্টদেবকে তুষ্ট করে, পরকালে ভগবান

তাতে তুষ্ট হন। এই জন্যই বেদে পুরাণে ভূয়োভূয়ঃ বলেছেন যে "সর্ব্বস্ব গুরবে দদ্যাৎ"। তুমিত সকলই অবগত আছ। তুমিতো সামান্য ব্যক্তি নও, আর সামান্য বংশেও তোমার জন্ম হয়নি।

সীতা। সে কি? মহাশয়ের কথার মর্ম্ম কি? মহাশয় কি প্রকৃতই রাজার এই রাজত্বের প্রত্যাশা করেন না কি?

গুরু। না, না, না-বলি--তা--সে--রাজার এই রাজত্বের প্রত্যাশা—করা— (নশ্যের শামুক অঙ্গুলি দ্বারা দুইবার আঘাত করিয়া নশ্য লইয়া হাঁচি) তা ভাল তা—সেই প্রত্যাশাই যদি করা হয়, তাওতো শাস্ত্রবিরুদ্ধ বলা যায় না। (পুনরায় হাঁচি) আঃ শরীরটে বড় অপটু হয়েছে। শেষ কাল, শ্লেষ্মার বৃদ্ধির সময়, নিত্য রোগ! [কাশি।

সীতা। মহাশয় বলেন কি?

গুরু। ভাল তা যাক তাইই না হক। অর্দ্ধেকের তো আর কথা নেই।

সীতা। মহাশয় এ সকল কথার আমি কিছু বলতে পারিনে। মহারাজের বিবেচনায় যা ভাল হয় তাইই হবে।

গুরু। হাঃ হাঃ! আরে তা বুঝেছি। তোমরা দুই চারিটে ভাল ভাল পরগণা বৃত্তি দিয়ে সারতে চাও। তা যা ভাল হয় তাই কর। কিন্তু এটা স্থির জানবে যে

এই রাজার শেষ কর্ম্ম, আর এতে রাজারই উপকার। আমি আর কত দিনইবা বাঁচব, আর এই বৃত্তি লয়েই বা কি করব (জৃম্ভণ ও অঙ্গুলি স্ফোটন) দুর্গে! দুর্গতি-নাশিনী। তারা, নিস্তার কর মা। তবে আমি এক্ষণে চল্লেম।

[প্রস্থান।

সীতা। (ইতস্ততঃ বিচরণ) হায় হায়! কি দুর্ভাগ্য! এ জগতের প্রধান সুখ যে বন্ধুতা, ধনী লোক মাত্রেই সে সুখে বঞ্চিত। মৃত্যু কালে সন্তান সন্ততিও রোদন ভুলে “ বাবা আমার কি করে গেলে ” এই জিজ্ঞাসাতেই ব্যস্ত থাকে। এই যে তিন জন এল আর গেল, এরা রাজার নিমিত্ত কেউই দুঃখিত না। কেবল স্বার্থ। আর স্বার্থ জন্য পরস্পর বিরোধ। কি আশ্চর্য্য! যেমন জগত সমূহ মাধ্যা-কর্ষণের বাধ্য, তেমনি জীব সমূহ স্বার্থের বাধ্য। কিন্তু প্রকৃত স্বার্থ, অর্থাৎ যার দ্বারা চির মঙ্গল সাধন হবে, সে যে কি তা কেউ ভাবে না। সামান্যতঃ স্বার্থ জ্ঞানে লোক যার যত্ন করে তাতে প্রায়ই শেষে অমঙ্গল ঘটে।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

জোয়ানপুর সীতাপতি সামন্তের বৈঠকখানা।

সীতাপতি সামন্ত ও রুদ্রপ্রতাপ সিংহের প্রবেশ।

রুদ্র। মন্ত্রী মহাশয়! কি অনুমতি হয়?

সীতা। বাপু! আমিতো অনেক দিন বলেছি, এ বিষয়ে আমার হস্তক্ষেপ করবার অধিকার নাই।

রুদ্র। সে কি? আপনার কন্যার সম্বন্ধে আপনার এ কথা কি সঙ্গত হতে পারে?

সীতা। তা আমি কি তোমাকে মিথ্যা বল্‌ছি? এ বিষয়ে আমি তাঁকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছি। তাঁর ইচ্ছা হয় বিবাহ করবেন, না হয় না করবেন। আর যে পাত্র তাঁর আপনার মনোনীত হবেন তাকেই তিনি বিবাহ কর্ত্তে পারবেন, তাতেও আমার কোন প্রতিবাদ নাই। আমার শুদ্ধ এই এক কথা যে তাঁর বিবাহ জন্য আমার বংশ মর্য্যাদার হানি না হয়।

রুদ্র। তা আমার সঙ্গে বিবাহ হলে আপনার বংশ-মর্য্যাদার হানি হয়?

সীতা। না, না, না, মহাভারত! সে কি কথা? প্রথমতঃ তোমরা অতি প্রধান ঘর, দ্বিতীয়তঃ তোমার পিতা—আহা! কি মানুষই ছিলেন!—তাঁর সঙ্গে আমার

বিশেষ বন্ধুতা ছিল। তায় আবার তুমি এমনি সুপাত্র যে, রাজা তোমাকে পিতার উপযুক্ত পুত্র জেনে, এই তরুণ বয়সে তোমাকে তোমার পিতার পদে নিযুক্ত করেছেন। অতএব তুমি যে আমার কন্যার পাণিগ্রহণ কর সে আমার সৌভাগ্য। সেইই আমার প্রার্থনীয়। তুমি আমার কন্যাকে সম্মত কর্ত্তে পাল্লেই আমার আর কথা নেই।

রুদ্র। মহাশয়, সে দুঃখের কথা কি বল্‌ব! আমি তাঁর কাছে বারম্বার একথা উপস্থিত করেছি। তাতে যেমন কৃপণ লোক যাচকের দুঃখের বিবরণে মনোযোগ করে না; বরং বিরক্ত হয়, আপনার কন্যাও তদ্রূপ। আমি যখন পরিণয় সম্বন্ধে কথা উপস্থিত করি, তিনি ভাব ভঙ্গির দ্বারা এমনি অসুখ প্রকাশ করেন যে বোধ হয় আমি চলে গেলে তিনি বাঁচেন।

সীতা। (নেপথ্যে দৃষ্টি করিয়া) এই যে আমার মা আস্‌ছেন।

[মানময়ী ও চপলার প্রবেশ।]

মান। বাবা, একি! আপনার চেহারা মলিন হয়েছে, আপনার মাথার চুল অনেক পেকে গিয়েছে। সে দিন যে আমি আপনার মাথার সমুদয় পাকা চুল বেছে দিছ্‌লেম, আজ দেখ্‌ছি তার দ্বিগুণ

চুল পেকে গিয়েছে। আর এই কয় দিনেতে আপ-নার বয়স যেন দশ বচর বৃদ্ধি হয়েছে। কেন বাবা এমন হল। (চুলে বিলি দিয়া পাকা চুল বাছন)

সীতা। আঃ! যার মা নেই তার স্বদেশও বিদেশ, নিবাসও প্রবাস। মা! আমার শরীরে এরূপ চিন্তার চিহ্ন প্রকাশ হবার অনেক কারণ আছে। কিন্তু সে সকল আমি তোমাকে দেখে ভুলে গিয়েছি। তুমি আর সে কথা তুলনা।

চপ। ওমা! সে কি গো! আপনি কিজন্যে কাহিল হয়ে গেলেন, আপনার শরীরে কোন রোগ হল কি মনে কোন দুঃখ হল, যতক্ষণ তা না শুন্‌তে পাব, ততক্ষণ আমাদেরই বুকের ভিতর যেন বেরালে আঁচড়াবে, তা উনিতো আপনার মেয়ে।

সীতা। কি? কি? কি? বুকের ভিতর বেরালে আঁচড়াবে? হাঃ হাঃ হাঃ। ফটিকের স্তম্ভের ন্যায় চপলার অন্তর বার সমান স্বচ্ছ। ও যে কথাটি বল্‌ছে এটি ওর মনের কথা। তা চপলা! তোমার ননদ নাকি বড় ঝকড়াটে?

চপ। (অবনত মুখী ও ঈষৎ হাস্য) ওমা! একথা আবার আপনার কানে কে তুলে দিলে। ওমা কি লজ্জা! কি লজ্জা!

সীতা। তা আমার কানে যেই তুল্লুক। ফল ঝকড়া করে কি না?

চপ। (বাইরের দিগে মুখ ফিরাইয়া ঈষৎ হাস্যের সহিত) তা করে বটে, কিন্তু সে কেবল আমার পিসী শাশুড়ীর সঙ্গে।

সীতা। কেন, কেন, তোমার পিসী শাশুড়ীর সঙ্গে কেন?

চপ। আমার পিসী শাশুড়ী আমার শাশুড়ীর সঙ্গে ঝকড়া করে বলে।

সীতা। কেন, তোমার পিসী শাশুড়ী তোমার শাশুড়ীর সঙ্গে ঝকড়া করে কেন?

চপ। (হাস্যের সহিত) আমার শাশুড়ী যে আমার শ্বশুরের গলায় আঁচল বেঁধে টানে।

সীতা। হাঃ হাঃ হাঃ (সকলের হাস্য) সে কি? সে কি? তোমার শাশুড়ী তোমার শ্বশুরের গলায় আঁচল বেঁধে টানে কেন?

চপ। আমার শ্বশুর গাঁজা গুলি খেসে, তার প্রমারা খেলে, আমার শাশুড়ীর গয়না টয়না সব খুইয়ে ফেলেছে। তাই আমার শ্বশুর যখন নেশা করে ঘরে এসে তৈয়ের ভাত না পায়, তখনই দু এক কথা যেন বাজির পল্‌তের মতন ধরে উঠতে থাকে। শেষ সেই গয়নার কথা এসে পড়ে আর একেবারে যেন বোমের গঞ্জে হেলের গঞ্জে আগুন

লাগে। আমার শ্বশুরতো গুলি গাঁজা খেয়ে হাড় সার, গায়ে এক রত্তিও শক্তি নেই। আমার সাশুড়ী ছুটে গিয়ে তার গলায় না আচল বেঁধে এক টান দিয়ে ফেলে দ্যায়, ফেলে দিয়ে শেষ সারা উঠন টেনে নিয়ে ব্যাড়ায়। আর আমার পিসী শাশুড়ী “আমার ভাইকে মেরে ফেল্লে আমার ভাইকে মেরে ফেল্লে” বলে কোথা আপনার ভাইকে ছাড়িয়ে নেবে, তা না হয়ে নিরিবিচ্ছিন্নি কিবল আমার শাশুড়ীর চুল ধরেই টান্‌তে থাকে। এদিগ থেকে আবার আমার ননদ “মাকে খুন কল্লে; মাকে খুন কল্লে” বলে আমার পিসী শাশুড়ীর চুল ধরে টানে। এই রকমে আমার শ্বশুরকে এই কজনে মিলে যেন রাস্তার কল টানার মতন চৌপর উঠন টেনে নিয়ে ব্যাড়ায়। (রুদ্রপ্রতাপ ব্যতীত সকলের হাস্য)

সীতা। দেখ, চপলার কাছে এক কথা জিজ্ঞাসা করে কত কথা শুন্‌তে পাওয়া গেল।

মান। সে যাহক, বাবা, আপনি হাস পরিহাসে আপনার দুশ্চিন্তা যত গোপন করবার যত্ন কচ্ছেন, আমার ততই ভয় হচ্ছে।

সীতা। আমার দুশ্চিন্তার কথা শুনে তুমি তার কি করবে? শুদ্ধ এই একটা বিপদ দেখ যে রাজারতো মুমূর্ষাবস্থা, এখন রাজ্যের কি উপায়? একটা কিছু বিপ্লব হলেই, তলোয়ারের প্রথম আঘাত আমার উপর।

চপা। হে মা দুর্গা! এমন যেন না হয়।

মান। তা বাবা এখন রক্ষে হবে কিসে?

সীতা। মহারাজের উত্তরাধিকারী স্থির হলেই হয়।

মান। কৈ এখনতো কেউ নেই। বাবা তবে কি হবে? মহারাজের পরে কে রাজা হবে?

সীতা। সেইতো। তার আরতো কোন উপায় নেই, তবে রাজকন্যাকে কোন সৎপাত্রে বিবাহ দিয়ে তাঁকে উত্তরাধিকারী করা। এমন একটি রাজপুত্র চেষ্টা কত্তে হবে।

মান। (চকিত ভাবে) কোন্ রাজপুত্র, কোন্ রাজ-পুত্র?

সীতা। তা কত রাজপুত্র আছে। বিজয় নগরের রাজার এক পুত্র আছে, লক্ষণপুরের রাজার তিন পুত্র আছে। তা এ সকল গোপনীয় কথা এতে তোমাদের প্রয়োজন নেই।

মান। (স্বগত) আর যে হয় হকগে, আমাদের রাজ-কুমার না হয়। তা হবে না, তিনি এ রাজার বৈরিপুত্র। তিনি যে জীবিত আছেন, রাজা তাও জানেন না। যাক, সে ভয় নেই। (প্রকাশে) তা আমি শুনতে চাইনে, কেন না গোপনীয় কথা প্রকাশ করে শ্রোতাদের মনো-যোগের আর আদরের ভাজন হতে ইচ্ছা হয়ই। এতে মেয়েদেরই দোষ দেয় বটে কিন্তু এটা সকলেরই স্বভাব।

তবে কেউ বা সুযোগ খুজে নিয়ে প্রকাশ করে, আর কেউ বা সুযোগ উপস্থিত হলে প্রকাশ করে। আবার গুপ্ত কথা প্রকাশ হলে যে যে অবগত আছে সকলেরই প্রতি অবিশ্বাস হয়।

সীতা। মা আমার যেন সাক্ষাৎ বেদমাতা। তা তুমি এখন কি নিমিত্ত এসেছিলে?

মান। আমি আপনাকে কয়েক দিন দেখিনি। আর বালিকা শিক্ষার একটি ভাল ঘর না হলে চলে না।

সীতা। আচ্ছা সত্বরই হবে।

মান। তবে এখন যাই।

[চপলা ও মানময়ীর প্রস্থান।

[এক জন দূতের প্রবেশ।]

দূত। মন্ত্রী মহাশয়! রাজ বাড়ীতে যত প্রধান প্রধান রাজ পুরুষদের সমাগম হয়েছে। তাঁরা সকলে আপনার অপেক্ষা কচ্ছেন।

সীতা। (রুদ্রপ্রতাপের প্রতি) বোধ হয় রাজার চরম কাল উপস্থিত। অতএব তুমি গিয়ে শীঘ্র প্রস্তুত হয়ে এস। আমি চল্লেম।

[মন্ত্রী ও দূতের প্রস্থান।

রুদ্র। আহা! কি চমৎকার রূপ। আজ যেমন আমার মন মোহিত হয়েছে এমন আর কখনও হয়নি।

আহা! এ রত্ন কি আমি পাব। আমি যত যত্ন কচ্ছি
তই আমার যত্ন সফল হও   কঠিন
আমার আশা ক্ষীণ, আর আশঙ্কা প্রবল হচ্ছে। আমার কৃতকার্য্য হওয়া যত কঠিন জ্ঞান হচ্ছে, মানময়ীর রূপ লাবণ্য যেন ততই বাড়ছে। ততই নূতন নূতন মাধুরি লক্ষিত হচ্ছে। তা মিথ্যা কথা বলা যায় না, মধ্যে মধ্যে আমার দিকে চেয়ে চেয়ে দেখেছে, যখন চায় তখন যেন বিদ্যুৎ চমকায়। আবার যখন সকলে হাসে তখন আমি হাসি কি না তাও এক একবার আড়ে আড়ে চেয়ে দেখেছে। এটি সুলক্ষণ বল্‌তে হবে। দেখি কি হয়। হদ্দমুদ্দ দেখতে হবে। ভীরু লোকে বাঘ দেখতে যাওয়ার ন্যায় পথ থেকে ফিরে আশা হবে না।

[প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

উক্ত স্থানে, রাজার উপবেশন কক্ষ।

রাজা পর্যঙ্কশায়ী; সীতাপতি সামন্ত, দুই জন রাজ পুরুষ, চোপদারগণ, হরকরাগণ আসীন।

সীতা। মহারাজের এই অবস্থা হওয়াতে এ রাজ্যের প্রতি ঘরে ঘরে রোদনের ধ্বনী হচ্ছে, বোধ হয় যেন প্রত্যেক পরিবারের প্রধান পুরুষ মুমূর্ষু। যে সকল দুষ্ট রাজা এত দিন মহারাজের প্রতাপে দিবসের তারাগণের ন্যায় গুপ্ত ভাবে ছিল, তারা এখন নিজ নিজ কদভিসন্ধি সুসিদ্ধ করণে ব্যস্ত হয়েছে। দেশের বিপক্ষরা স্থানে স্থানে গুপ্ত সভা করে কুমন্ত্রণা কর্ত্তে আরম্ভ করেছে। এই সকল কারণে পশ্চিম ও দক্ষিণ বিভাগের রাজ পুরুষ গণ ভীত হয়ে মহারাজের নিকটে এসেছেন। এঁদের এই প্রার্থনা যে মহারাজ সিংহাসনে এক জন উপযুক্ত উত্তরাধিকারী নিযুক্ত করেন।

রাজা। রাজপুরুষদের আমার নিকটে আসতে বল। (উপাধন অবলম্বনে উপবেশন)

প্র, রা। (নিকটে আসিয়া) মহারাজ! আমাদের ভাগ্য ক্রমে যদি একটি রাজকুমার থাকতেন, তবে আমরা মহারাজকে এ সময় বিরক্ত করতাম না।

দ্বি, রা। মহারাজ! যেমন প্রসূতী-মৎসা অভাবে তার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাবকপুঞ্জ ছিন্ন ভিন্ন হয়ে, নানাবিধ শত্রুর দ্বারা বিনষ্ট হয়, মহারাজের প্রজাসমূহ সেই অবস্থায় পতনোন্মুখ; সুতরাং আমরা মহারাজকে এ সময়ও ক্লেশ দিতে সাহস করেছি।

রাজা।. এই নিমিত্ত আমিও তোমাদের সহিত পরামর্শ কর্ত্তে ইচ্ছা করেছিলাম। এখানকার ভূতপূর্ব্ব রাজা মাধব সিংহের দৌরাত্ম্য সহ্য কর্ত্তে অক্ষম হয়ে, তোমরা আমাকে এই রাজ্য বল দ্বারা অধিকার কর্ত্তে আহ্বান কর। আমি এ দেশের প্রতি কখনও পরাজিত দেশের ন্যায় ব্যবহার করি নি। এই জন্য আমি ভরসা করি যে তোমরা আমার একটি কথা রক্ষা করবে। আমার বাসনা যে আমার কন্যা তারাবতীকে একটি উপযুক্ত পাত্রে দান করে, তাকেই উত্তরাধিকারী নিযুক্ত করি।

প্র, রা। আমরাও এই কার্য্য কর্ত্তব্য বিবেচনা করি। মহারাজ, একটি পাত্র মনোনীত করেছেন কি?

রাজা। মন্ত্রীবর!

সীতা। আজ্ঞে?

রাজা। আমি যখন মহারাজা মাধব সিংহকে যুদ্ধে নিহত করে এই রাজ্য অধিকার করি, তখন তাঁর দুটি শিশু পুত্র থাকে, তাদের—

সীতা। আজ্ঞে মহারাজ তা ছিল বটে--তা—তা--আমি

বলি এ দুটি শিশু এদের কোন দোষ নেই, তাই বলি—

রাজা। আরে তা তুমি এত কুণ্ঠিত হচ্ছ কেন? আমি পাছে তাদের কোন অনিষ্ট করি, এই শঙ্কা প্রযুক্ত তুমি তাদের এখান হতে গোপনে—

সীতা। (কর যোড়ে) আজ্ঞে মহারাজ! তাতে আমার মনে কোন কদভিসন্ধি ছিল না।

রাজা। আমি অধিক কথা কইতে পারিনে। তোমার প্রতি আমার কোন অসন্তোষের কারণ নেই। বরং আমি এই জানতে চাই যে তাদের মধ্যে কেউ সুপাত্র বলে পরিগণিত হতে পারে কি না?

সীতা। মহারাজ! জ্যেষ্ঠ গিরীন্দ্র সিংহকে আমি আপনার নিকটে, ও কনিষ্ঠ জয় সিংহকে স্থানান্তরে রেখে, সর্ব্ব শাস্ত্র, রাজনীতি, ধনুর্ব্বেদ ইত্যাদি অধ্যয়ন করিয়েছি। গিরীন্দ্র সিংহের তুল্য রূপ গুণ উভয়ের উৎকর্ষ একাধারে মিলিত দেখা যায় না।

রাজা। ভাল, যদি তিনি আমার কন্যার পাণিগ্রহণে অসম্মত না হন, তবে তিনিই আমার উত্তরাধিকারী। নচেৎ তাঁর কনিষ্ঠ। আ—আর—

[উপাধান হইতে শয্যায় পতন ও মূর্চ্ছা।

ভৃত্যগণ পালঙ্গ বহন করিয়া ও অন্য সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

জোয়ালাপুর, সীতাপতি সামন্তের বাটী।

মানময়ীর মহল, বিমলার প্রবেশ।

বিম। এতো দেখি ভারি কারখানা হয়ে উঠছে! মানময়ীর জন্যে কুমার গিরিন্দ্র সিং আর সেনাপতি রুদ্রপ্রতাপ সিং দুজনাই সমান উন্মাদ। যে নিরাশ হবে, সে জন্মের মতন যাবে। তা যেতে রুদ্রপ্রতাপ বেচারাই যাবে। মানময়ীতে রাজকুমারেতে এমনি পিরীত যে দুদণ্ড না দেখলে যেন বড়সি গেলা মাছের মতন অস্থির হয়ে পড়ে। এই জন্যে রাজ কুমার আপন ঘরের দেয়ালের গায় এমন একটি দরজা তৈয়ার করে নিয়েছেন যে, বন্দ কল্লে আর কিছুই জানা যায় না। সেই দুয়ার দিয়ে এসে মানময়ীর সঙ্গে দেখা করেন। এ সব কথা মন্ত্রী মহাশয় কিছু জানেন না। কিন্তু এখন এঁরা যে রকম বাড়াবাড়ি আরম্ভ করেছেন, তাতে আর ছাপা রয় না। আগে কেবল দিনে আস্তেন এখন রাত্রেও আসেন। এখন তো রাজা মরেছেন। আর রাজকুমার রাজকুমারীকে বিয়ে করে রাজা হতে চল্লেন: এ কথা মানময়ী শুনবে আর

গুলি লাগা পাখীর মতন ঘুরে পড়বে আর মরবে। এই আসছে।

মানময়ীর প্রবেশ।

মান। কি বিমলা? যেন পঁচাশী বচুরে বূড়ীর মত ঘরে বসে আপন মনে কি বকচ?

বিম। এ কি? আমোদের ভরে যে ঢলে ঢলে পড়ছ। যেন মাতালের মতন টল টল ঢল ঢল হচ্ছে যে। (স্বগত) অতিশয় কিছুই ভাল নয়।

মান। সখি! আজকে আমাকে কিছু বলও না। আজকে আমার সাত খুন মাপ।

বিম। ব্যাপারখানা কি?

মান। গত রাত্রে রাজকুমার বলেছিলেন যে কাল হোলি, কাল উদ্যানে আমোদ কর্ত্তে হবে। সকলে আবীর কুম্‌কুমে বিভুষিতা হয়ে আমরা নাচব গাইব, আর রাজকুমার সঙ্গত করবেন।

বিম। এটা কিছু বাড়াবাড়ি হচ্ছে, এতদূর গণ্ডির বাইরে গেলে রাক্ষসে ধরে। কেন উদ্যানে কেন, ঘরে বসেওতো এ আমোদ হতে পারে?

মান। না না, গণ্ডির বাইরে যাব না। তবে গণ্ডি-টেকেই আজ একটুকু বাইরে ফেল্‌তে হবে। হাঃ হাঃ। না না, মুখ ভারি করও না। তুমি এত ভয় কচ্ছ কেন? উদ্যানে কি? যে পথ দেখে চলে, সে অনায়াসে পাহাড়

পর্ব্বত উল্লঙ্ঘন করে আসতে পারে। আর যে না দেখে চলে, সে ঘরের মেজেতে হুঁছুট খায়। আর এমন দিনে যদি আমোদ না করব, তবে বাবা এত ব্যয় ব্যসন করে আমাদেরকে নৃত্য গীত শেখালেন কেন?

বিম। (স্বগত) হায় হায়! কি পরিতাপ! পাখি ডালে বসে আনন্দে গান কচ্ছেন, জানেন না যে এদিকে ব্যাধ তির যুড়েছে। (প্রকাশ্যে) তোমার যেমন ইচ্ছে।

মান। না না, সখি! মন খুলে কথা কও, আমার মাথা খাও। কেন এমন পূর্ণ শশী আজ অকাল মেঘে ঢাকলে কেন? সখি! আজকের দিনটে আমাকে মাপ কর। আহা! আমি আর চপলা আজ উদ্যানে গিছলেম। আমরা যেই প্রবেশ করেছি, আর যেন ঋতুরাজ বসন্ত মলয়-হিল্লোল আরোহণে এসে নামলেন। অমনি ফুল সকল মাথা হেঁট করে তাঁকে নমস্কার কল্লে। কোকিল সকল জয়ধ্বনি করে উঠল। আবার সরোবরে কমল বনে অলিদল মধুর গুণ গুণ রবে এমনি জমিয়ে তুল্লে, যেন আজ কোন নাটক অভিনয় হবে তাই সমবেত বাদ্যের সুর বাঁধলে। সেই সরোবরের ঘাটের মালতী-লতামণ্ডিত চাঁদনি যেন রঙ্গ ভূমির ন্যায় বোধ হতে লাগল। সেই খেনে আজ আমাদের অভিনয় হবে।

বিম। চপলা কোথা?

মান। চপলা বড় মহলে গিয়েছে। সেখানে রাজ

বাড়ীর কি খবর এসেছে. সব লোক ছুট ছুটি কচ্ছে। তাই জান্‌তে গিয়েছে।

[চপলার প্রবেশ।]

চপ। বড় খুসির কথা।

বিম। কথাটাই কি? বল না।

চপ। রাজা মরেছে।

বিম। আ মরণ! তুমিও ঐ সঙ্গে সহমরণ যেতে পারনি? রাজা মরাটা বুঝি তোমার খুসির কথা?

চপ। আরে তা নয়। বলব তবে? আর আমাদের রাজকুমার না কি রাজা হলেন। (মানময়ীর মূর্চ্ছা) একি. একি, পক্ষাঘাত হল নাকি?

বিম। না না. পক্ষাঘাত না মূর্চ্ছা। তুমি শীঘ্র পাখা নিয়ে এস।

চপ। (বাতাস দিতে দিতে) কেন? মূর্চ্ছা গেল কেন? বিমলা তোর দুটি পায় ধরি বল। আমার মন কেমন কচ্ছে। আমি তো কিছু ভাল ছাড়া মন্দ বলিনি, তুমি তো সব শুনেছ।

মান। (গাত্রোত্থান ও মস্তকে হাত দিয়া উপবেশন) আহা! সখি! আমি জন্মের মত গিয়েছি। আমি চির দিনের তরে অক্ষয় অনলে পড়লেম। এই এখনি ফুলের শয্যায় বিহার করছিলেম, আর এ জন্মের মত নিবিড় কাঁটা বনে পড়লেম। আমি বিবাহের বেশ ভূষা

করে, অন্তর্জলে শয়ন কর্ত্তে চল্লেম! (উপাধানে শির নত করিয়া অস্ফুট স্বরে রোদন।)

(গুপ্ত দ্বার খুলিয়া গিরীন্দ্র সিংহের প্রবেশ ও ঐ দ্বার বন্ধ।)

গিরী। একি, একি!

চপ। কে জানে ভাই আমি তো কিছু মন্দ কথা বলি নি। মন্দ কথার মধ্যে বলেছি যে রাজা মরেছেন।

গিরী। সে কি? রাজার যে এ রোগে নিস্তার নেই এ কথাতো অনেক দিন জানা গিয়েছে। এ কথাতো আমার সঙ্গে প্রত্যহ হয়?

চপ। তা আমি মন্দ কথার মধ্যে তাই বলেছি। আর যা বলেছি সে ভালই বলেছি। আর বলেছি রাজকুমার রাজা হবেন। এতে যদি মন্দ হয় তো নাচার। কেমন কিনা? ভাই বিমলা, তুমিই বল।

গিরী। ওহ্! এই জন্যে। মানময়ি! তোমার এখনও এত ভ্রান্তি! এখনও কি আমার মন জানতে তোমার বাকী আছে?

চপ। ওমা! এ আবার কি? রাজকুমারও উন্মাদ হলেন নাকি? ইনি যে ঘরে আগুণ লাগা মানষের মতন হাত পা আছড়াতে লাগলেন যে। বিমলা তুইও যে দেখি বড় ভারিক্কি হলি। আমি এত বলছি কথা কসনে কেন?

বিম। তুই ভাই হদ্দ কল্লি। চপলাতো চপলা। চপলা যেন বড় বড় অক্ষরে তোর কপালে লেখা রয়েছে।

গিরী। আমার কথা তুমি অবিশ্বাস কর কেন? আমার কোন কথা কখনও মিথ্যা হয়েছে?

মান। রাজকুমার! একি সাধারণ কথা? আপনি কেন বঞ্চনা করেন? আপনি কি আমার জন্যে রাজত্ব ছাড়বেন?

গিরী। কি? তোমার জন্যে রাজত্ব ত্যাগ কর্ত্তে পারি নে? রাজত্ব দূরে থাক, ইন্দ্রত্ব ত্যাগ কর্ত্তে পারি।

মান। আপনি আপনার প্রকৃত অবস্থা বুঝতে পাচ্ছেন না। মনে করুন আপনি রাজসিংহাসনে বসে, রাজাগণ ও রাজপুরুষগণের মধ্যে থেকে, আমার মতন একটা সামান্যা রমণীর নাম কর্ত্তে আপনার লজ্জা হবে। বিশেষতঃ আপনি রাজকন্যাকে বিবাহ না কল্লে তো রাজা হতে পারবেন না।

গিরী। মানময়ি! তুমি শুদ্ধ কুস্বপ্ন দেখে ডরিয়ে উঠছ, আর আমাকে অসুখী কর্চ্ছ। তুমি নিশ্চয় জেন যদি জীবন অপেক্ষা এ সংসারে আর কিছু অধিক মূল্যবান বস্তু থাকে তবে তার জন্যে আমি তোমাকে ত্যাগ কর্ত্তে পারি। নচেৎ না। আমি যদি রাজা হই তবে তুমি রাণী! এতে আর দ্বিধা নেই।

মান। আপনি যা বলছেন বোধ হয় সেই এক্ষণে

আপনার মনের কথা। কিন্তু সেখানে গেলে আপনার মনই যদি ফিরে যায়—যদি কি, ফিরে যাবেই!

চপ। মাগোমা! যা হোক ধন্নি মেয়ে বটে। ভাই বিমলা! ভাই বলতে কি ভাই আমাদের এঁর সকল কথাতেই কিছু বাড়াবাড়ি দেখছি। আহা! ঐ দেখ রাজকুমারের চোখ ছল ছল কর্চ্ছে। "তোমার মন যদি ফিরে যায়" আরে তা উনি হলেন পুরুষ ভোমরা জাতি। তা ওঁর মনই যদি ফিরে যায়, তবে কি তুমি এখন ওঁকে পুলিশে দেবে, না পেয়দার হাওলাতে দেবে? দ্যাখনা! রাজকুমার এত বলছেন তবু হবে না। উনি কি দিব্বি করে মিথ্যে কথা কচ্ছেন?

গিরী। (হতাশ হইয়া উপবেশন) হায় হায়! কি পরিতাপ! আমি আমার পৈতৃক সাম্রাজ্য পুনরায় পাব, এ সুখের সংবাদ পাবা মাত্র এখানে চলে এলেম। দূতকে একটি কথাও জিজ্ঞাসা কর্ত্তে বিলম্ব কর্লেম না। কেন না মানময়ী যাবৎ সুখের ভাগী না হন, তাবৎ আমি কোন সুখই আস্বাদন কর্ত্তে পারি নে। তা আমি এখন দেখ-লেম যে আমি যে সংবাদ সুখের আকর বল্লে জ্ঞান করে-ছিলেম সেই আমার অসুখের মূল। তবে আমার এ রাজত্বে প্রয়োজন নেই। যে সকল রাজা রাজপুরুষ ও প্রধান কর্ম্মচারীগণ আমাকে আহ্বান করেছেন আমি তাঁদের কাছে লিখে পাঠাই যে আমি রাজত্বের অভিলাষী নই।

মান। (রাজকুমারের মুখপানে স্থির ভাবে দৃষ্টি ও পর্য্যঙ্ক হইতে গাত্রোত্থান, ও স্বীয় হস্ত দ্বয়ে রাজকুমারের দক্ষিণ হস্তধারণ) আমার অপরাধ হয়েছে। আমি মিথ্যা সন্দেহ করে আপনাকে ক্লেশ দিয়েছি। তা কি করি, অতি যত্নের বস্তুর সম্বন্ধে প্রকৃত বিপদ না থাকলেও কাল্পনিক বিপদ ভেবেও লোকে ভীত হয়। অন্ধকারে যা দেখা যায় তাইই সাপ, বাঘ, ভূত, প্রেত বলে জ্ঞান হয়। কেননা জীবন অতি যত্নের ধন। যাহক আমাকে ক্ষমা কর, আমি তোমার বিরস মুখ দেখতে পারি নে।

গিরী। আহা বাঁচলেম। এতক্ষণ আমার হৃদয় যেন শুষ্ক জলাশয়ের মৎস্যের ন্যায় বিকল ও হতাশ হয়েছিল। এতক্ষণ আমার মনের যেন ভ্রমি হয়ে দশ দিক অন্ধকার দেখছিল। তুমি আর আমাকে অবিশ্বাস করও না। পৃথিবীর রাজত্ব কি ছার, আমি তোমার জন্যে স্বর্গের রাজত্ব ত্যাগ কর্ত্তে পারি। তবে এক্ষণে আমি চল্লেম। মন্ত্রী মহাশয় আমাকে এখনি খুজবেন।

চপ। সেকি গো! এই এত করে মানময়ীর মান ভঙ্গ করেই অমনি চল্লেম? ভাগ্গিশ মান হয়েছিল, তা নৈলে আপনার তো দেখি এখানে কোন কাজের কথা কিছুই ছিল না। তা মান হবে বলে তো আগে জানতেন না। তবে আপনি কি মনে করে এসেছিলেন বলুন দেখি? কালকের এত কথা সব তলিয়ে গেল?

বিম। কি, কালকের কি কথা? আমোদ? তোমার যম কি চখের মাথা গেয়েছেন? এই শুন্‌তে পাচ্ছ রাজা রেছেন, তবু আমোদ?

চপ। কেও? পণ্ডিত মশায়? প্রাতঃপ্রণাম। আপনার যে বিদ্যা হয়েছে, আপনি এখন টোল কল্লে পারেন। এক গাঁয়ে ঢেঁকি পড়ে আর এক গাঁয়ে মাথা ব্যথা; রাজা মরেছে বীরনগর, আমরা কাঁদি জোয়ালাপুর! আমি রাজাকে কখনও দেখি নি। যার চখে জল বেশি হয়ে চখ টাটিয়ে থাকে, সে রাজার জন্যে কাঁদুক গে। আমাদের রাজকুমার রাজা হয়েছেন আমরা আমোদ করি।

গিরী। চপলা সখীর কথা শুনতে আরাম আছে। যেমন ফুল বন হতে বাতাস বহন হলে তার সঙ্গে ফুলের সৌরভ পাওয়া যায়, তেমনি চপলা সখীর কথার সঙ্গে মনের সরলতা যেন প্রত্যক্ষ হয়।

[প্রস্থান।

মান। সখি! তোমরা রাজকুমারের মনের ভাব কি বিবেচনা কর?

বিম। রাজকুমারের কথাতো মিথ্যা বা কপট বোধ হয় না। তবে মানুষের মনের কথা এমনি অনিশ্চিত যে যার কথা সে নিজেই সকল সময় ঠিক করে বলতে পারে না।

চপ। মানুষের মনের কথা মানষে বলতে পারে না

তবে কি হাতি ঘোড়াতে বল্‌তে পারে? আমি দিব্বি করে বলতে পারি রাজকুমার যা বলছেন এই ঠি— আহা! তাঁর চখ দুটি জলে ভাস্‌তে লাগ্‌ল।

মান। চপলার মনটী যেন কাশী। কি পুণ্যবান কি পাপী, কি পুরুষ কি মেয়ে, যে মরে সেই শিব হয়। চপলা মনে যে কথা ভাল লাগল সেই সত্য কথা যে মানুষ ভা লাগল সেই সৎ মানুষ। সে যা হক আমার অদৃষ্টে কি আছে কিছুই বলা যায় না। শিক্ষক মহাশয় বলে যে স্থলে অমঙ্গল বারণেরও ক্ষমতা নেই, মঙ্গল সাধনেরও ক্ষমতা নেই, তাতে মঙ্গলের আশা যত বলবতী কর্তে পার আর অমঙ্গলের ভয় যত দূরে রাখতে পার তা করবে। কিন্তু তা হয় না। আশা অপেক্ষা ভয় স্বভাবত অনেক প্রবল। আশা নিমন্ত্রিত বন্ধুর ন্যায় সমাদরে আসে, অনাদরে যায়। ভয় দারুণ শত্রু, আপনি এসে আক্রমণ করে আর চেষ্টা করেও দূর করা যায় না।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

উক্ত স্থান গিরীন্দ্রের গৃহ।

সীতাপতি ও গিরীন্দ্রের প্রবেশ।

সীতা। রাজকুমার! আজ আমার বড় আহ্লাদের দিন। আমার চিরবাসনা, আমার বহু দিনের যত্ন এবং আয়াস, আজ সফল হবে। রাজা রামলাল সিংহের পরলোক হয়েছে। তিনি আপনাকে উত্তরাধিকারী মনোনীত করে গিয়েছেন। তাঁর কন্যাকে আপনার প্রতি সম্প্রদানের অনুমতি দিয়েছেন। অদ্য আপনাকে সিংহাসনে অধিরোহণ কর্ত্তে হবে। এই উপলক্ষে সকল অধীন রাজা ও রাজপুরুষ এবং প্রজাবর্গ সকলে রাজ ভবনে সমবেত হবেন। অতএব আপনাকেও উপস্থিত হতে হবে।

গিরী। মন্ত্রীমহাশয়! আপনি আমার প্রতি ও আমার উপলক্ষে আমার বংশের প্রতি যে উপকার করেছেন, তাতে আপনি আমার পিতৃতুল্য। আর আমার পূর্ব্ব পুরুষ ও সন্তান সন্ততির পরম বন্ধু। অতএব আমি এই কৃতজ্ঞতার প্রমাণের স্বরূপ আপনার কন্যা মানময়ীকে আমার এই সৌভাগ্যের অংশী করব।

সীতা। (স্বগত) হরিবোল, হরি! যাঃ! আমার এত আশা ভরসা, আমার চির দিনের কৌশল স-অ-অব বিফল

হল। হা হতভাগ্য বীরনগর! আমার দ্বারা তোমার কিছু উপকার হল না। হে ভগবান! এই যুবকের মন সুপথে লও। (প্রকাশ্যে) সেকি কথা! মৃত রাজার অনুমতির অন্যথা কি হতে পারে?

গিরী। যদি না হয় তবে আমি রাজ্যাভিলাষ করি নে। আর কেনই বা হবে না? কার ভয়? রাজা হয়ে যদি প্রজাকে ভয় কর্ত্তে হয়, তবে রাজা শব্দই যে অপ্রসিদ্ধ।

সীতা। (স্বগত) নাঃ ইনি সহজে রাজা হবেন না। (প্রকাশ) তবে সে কথা এক্ষণকার নয়। আজকার সমারোহে রামপাল সিংহের অনুমতির বিরুদ্ধে এক বর্ণ উচ্চারণ কর্ল্লে অমনি একটা ভয়ানক বিপ্লব উপস্থিত হবে। অতএব আজকার সভায় আমি যা বলব আপনাকে তাতেই সম্মতি প্রকাশ কর্ত্তে হবে।

গিরী। তাহাই হবে।

সীতা। তবে আপনি শীঘ্র প্রস্তুত হন গে। আপনাকে লয়ে যাবার জন্য হাতি ঘোড়া সৈন্য সামন্ত সমেত সেনাপতি রুদ্রপ্রতাপ সিংহ তোরণ সম্মুখে অপেক্ষা কচ্ছেন।

[গিরীন্দ্র সিংহের প্রস্থান।

বিষম বিপদ! এ যুবক তো মানময়ীর জন্যে সর্ব্বত্যাগী হতেও স্বীকার। বোধ করি মানময়ীরও মনে এই ভাব।

অধিকন্তু তাঁর দৃষ্টিও সিংহাসনে লগ্ন হয়ে থাক্‌বে। অত্যাশা অনর্থের মূল। অতএব তাঁর ভ্রান্তি দূর কর্ত্তে হবে। রাজ সভা দেখবার ছলে এই কার্য্য সম্পন্ন কর্ত্তে হবে।—কে আছিস্‌?

এক জন দূতের প্রবেশ।

মানময়ীকে বল শীঘ্র রাজবাড়ী যাবার জন্য প্রস্তুত হন। সেখানে রাজপুর স্ত্রীগণের সঙ্গে আজকের সমারোহ দেখবেন।

দূত। যে আজ্ঞে।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

বীরনগর, রাজ ভবন।

রঙ্গ ভূমির এক পার্শ্বে উচ্চাসনোপবিষ্টা তারাবতী মস্তকে কিরীট, উভয় পার্শ্বে দুই জন পরিচারিকা ব্যজন হস্তে, তৎ-পরে মানময়ী, বিমলা ও চপলা। অন্য পার্শ্বে অধীন রাজগণ ও রাজ পুরুষগণ আসনোপবিষ্ট ও সাধারণ লোক দণ্ডায়মান।

নানাবিধ যন্ত্র বাদন, গিরীন্দ্র সিংহের রাজ বেশে। সীতাপতি সামন্ত, রুদ্র-প্রতাপ সিংহ ও চোপদারগণের প্রবেশ ও গিরীন্দ্র সিংহের সিংহাসনে উপ-বেশন, সম্মুখে দক্ষিণ পার্শ্বে প্রধান মন্ত্রী ও বাম পার্শ্বে সেনাপতি উভয়ে আসনোপবিষ্ট।

সীতা। মহারাজ রামপাল সিংহ রাম তুল্য রাজ শাসন সহকারে আমাদের দেশের অসীম উপকার করিয়া স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। অদ্য কয়েক দিন আমরা সকলে তাঁর শোকে আচ্ছন্ন ছিলাম। বিধাতার নিয়মানুসারে

আলোক অন্ধকারের ন্যায় সুখ দুঃখ পরস্পরের অনুসরণ করে। সম্প্রতি আমরা এক অপূর্ব্ব আনন্দজনক ঘটনা উপলক্ষে অদ্য এখানে সমবেত হইয়াছি। যে পুরু-বংশীয় রাজাদিগের অধিকারে আমাদিগের পূর্ব্ব পুরুষেরা সুখে বাস করিয়া গিয়াছেন, অদ্য আবার সেই মহা বংশীয় রাজা গিরীন্দ্র সিংহ তাঁর পৈতৃক সিংহাসনে উপবেশন করিলেন। অতএব অদ্য আমাদের যে কত আনন্দের দিন তাহা প্রকাশ অপেক্ষা উপলব্ধি করা সহজ। অধিকন্তু ইহাও সামান্য সুখের বিষয় নয় যে স্বর্গীয় রাজা রামপাল সিংহ যদিও রাজা গিরীন্দ্র সিংহের পরম বৈরি, তথাপি তিনি তাঁহাকে পরম বন্ধুর ন্যায় ব্যবহার করিয়াছেন। যেহেতু তিনি যে ইঁহাকে শুদ্ধ রাজ্যের উত্তরাধিকারী নিয়োজিত করিয়াছেন এমত নহে, আরও রাজকন্যা তারাবতীর সহিত ইঁহার বিবাহ অবধারিত করিয়াছেন। এই বিবাহ যোগে উভয় বংশের চির বৈরিতার স্থলে একতা সম্পাদিত হইল। এই শুভ ঘটনা উভয় বংশের আত্মীয় স্বজনের মহোৎসবের বিষয়।

কতিপয় রাজ পুরুষ। এ কার্য্যে মহারাজ সম্মত আছেন?

সীতা। (ব্যগ্রতার সহিত) হাঁ, হাঁ। মহারাজ সম্মত কি? মহারাজ এ বিবাহ সম্বন্ধে যৎপরোনাস্তি আনন্দিত।

গিরী। (মৃদুস্বরে অথচ সজোরে) এ কি? মহাশয়?

সীতা। (অতি দ্রুত অস্ফুট স্বরে) ক্ষমা করুন। নচেৎ এখনি সব রসাতল হবে।

রাজ পুরুষগণ। আমাদের অপরাধ মাপ হয়। এ বিবাহে মহারাজ সম্মত আছেন এই কথাটি আমরা একবার মহারাজের মুখে শুন্‌তে ইচ্ছা করি।

গিরী। এ বিবাহে—আমি—সম্মত—

সীতা। যথেষ্ট, যথেষ্ট। আপনারা শুনলেন তো। মহারাজ মুক্ত কণ্ঠে বল্লেন "আমি সম্মত"। তা সম্মত না হবার বিষয় কি? যাতে প্রজার সুখ, যাতে দেশের মঙ্গল, এমন কার্য্যে মহারাজের অমত হবে, ভগবান না করুন।

চপ। কি সর্ব্বনাশ! তবে কি রাজকুমার——(মানময়ীর মূর্চ্ছা)

গিরী। (মানময়ীর প্রতি দৃষ্টি) ওঃ! (উঠিতে উদ্যত ও মন্ত্রী কর্ত্তৃক নিবারিত)

সীতা। (মানময়ীকে লইয়া যাইতে ইঙ্গিত করিয়া সভাস্থ লোকের প্রতি) মহারাজ গিরীন্দ্র সিংহের জয়!

সকলে। মহারাজ গিরীন্দ্র সিংহের জয়!

সীতা। আজকার দিন বীর নগরের ইতিহাসে ধন্য। আজ আমাদের সকলেরই বাসনা ফলবতী হল। অত-

এব এ দিনের অবশিষ্ট অংশ আনন্দ উৎসবে অতি বাহিত হক। মহারাজ গিরীন্দ্র সিংহের জয়!

সকলে। মহারাজ গিরীন্দ্র সিংহের জয়!

গিরি। (সেনাপতির প্রতি) কতকগুলি চোপদার যেন অনতিদূরে উপস্থিত থাকে। আর তোমরা সকলে এক্ষণে বিদায় হও।

রুদ্র। যে আজ্ঞা (সকলের প্রতি) মহারাজ এক্ষণে সকলকে বিদায় অনুমতি কল্লেন।

[রাজা ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

গিরী। এই তো রাজা হওয়া গেল। কিন্তু যেমন দুর্জ্জয় অরুচি পীড়িত ব্যক্তির সম্মুখে নানাবিধ উপাদেয় খাদ্য সামগ্রী রাখলে তার কিছুমাত্র উপকার হয় না, বরং অধিকতর মনঃপীড়ার কারণ হয়; এই যে অতুল ঐশ্বর্য্য, এই যে বিপুল বৈভব, আজ মানময়ী বিহনে আমার নিকট তেমনি। আহা! রাজ কন্যার সহিত আমার বিবাহ এই এক মিথ্যা ধ্বনি শুনে অমনি মূর্চ্ছিতা হলেন। এতক্ষণ কি হল তারই বা স্থিরতা কি? আত্মঘাতিনী হওয়া, বা এই মনোবেদনাতেই প্রাণ বিয়োগ হওয়া এ সকলই সম্ভব। হায় হায়! আমি কিরূপে কার দ্বারা এ সংবাদ লই। যদি রাজা না হতেম, তবে এখনি জোয়ালাপুর যেতেম। রাজা হওয়া যে নিরবচ্ছিন্ন সুখ, বা অপর অপেক্ষা অধিকতর সুখ, সেটা ভ্রম মাত্র। বস্তুতঃ রাজা অপেক্ষা প্রজা

অনেক পরিমাণে নিশ্চিন্ত, অনেক পরিমাণে স্বাধীন, সুতরাং অনেক পরিমাণে প্রকৃত সুখী। প্রজা সমূহ শুদ্ধ এক রাজার অধীন, কিন্তু রাজা সহস্র সহস্র প্রজার অধীন। এক্ষণে আমি তো কোন মতে দিনের বেলা মানময়ীর সঙ্গে সাক্ষাৎ কর্ত্তে যেতে পারি নে। সন্ধ্যার পর ছদ্ম বেশে গোপনে একটি অশ্বারোহণে যেতে হবে। কিন্তু এ পর্য্যন্ত কিসে রক্ষা হয়। আর তো উপায় দেখিনে, শুদ্ধ এক পত্রে অদ্যকার প্রকৃত ঘটনাবলি সুস্পষ্ট প্রকটন করে আমার নিজ ভৃত্যের দ্বারা পাঠায়ে দেওয়া। এই কর্ত্তব্য। তবে আর বিলম্ব করা হয় না।— চোপদার!

চোপদারগণ। (নেপথ্যে) মহারাজ?

চারি জন চোপদারের প্রবেশ।

গিরী। আমার বৈঠকখানায় যাব।

চোপ। যে আজ্ঞা।

[সকলের প্রস্থান।

[যবনিকা পতন।

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

রাজ অন্তঃপুর।

তারাবতী, সুরমা ও বিনোদার প্রবেশ।

তারা। দরবার সভা তো ভেঙ্গে গিয়েছে অনেক ক্ষণ। তা কই, মহারাজ তো আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ কল্লেন না, আমাকে স্মরণও কল্লেন না। এ গতিক তো বড় ভাল বোধ হয় না।

সুর। ভাল তো নয়ই বটে। দরবারে যা দেখেছি তাও আমার ভাল লাগে নি।

তারা। দরবারে আমার দিকে কেবল একবার চেয়ে দেখেছিলেন। তাও মনোযোগের সহিত না। সে যেন আমি একটা মূরত, কি মানুষ, তাই দেখবার জন্যে। আমি অনবরত তাঁর মুখ পানে চেয়ে ছিলেম।

সুর। যখন বিয়ের কথা হল, তখনও কি একবার দেখলেন না?

বিনো। তখন যেন চম্‌কে উঠে মন্ত্রী মশার মেয়ের পানে চেয়ে দেখতে লাগলেন।

সুর। ঐতো, যেখানে যত কল ঘুরুক আগুণের ঘর ঐ।

তারা। (সচকিত) সে কি? আগুণের ঘর ঐ কেমন?

সুর। মন্ত্রী মশার মেয়ের সঙ্গে আর দুটি মানুষ এসেছিল, তার এক জনকার নাম চপলা, আমার পিসতিত ননদ। য্যাখন মহারাজ সিঙ্গেসনে চড়ে বসলেন ত্যাখন সে বল্‌ছে "আমাদের রাজকুমার তো রাজা হলেন, এখন আমাদের" এই বল্‌তেই আর একটি মানুষ যে ছিল, সে তাকে চখ রাঙ্গানি দিলে, তাই আর বল্লে না। আবার রাজকন্যার সঙ্গে মহারাজের বিয়ের কথা হতেই সে অমনি বলে উঠেছে "ওমা! ওমা তবে কি রাজকুমার—" এই বলতে মন্ত্রী মশার মেয়ে অমনি মোহ গেল। এখন এতে যা হয় বুঝে দেখ।

তারা। তা এ সকল কথাতে সন্দেহ হতেই ত পারে বটে। যাহক আমার সম্বন্ধে আমার পিতার শেষ বাসনা সফল করবার জন্যে আমার সাধ্যমত যত্ন কর্ত্তে হবে। সুরমা! তুমি একবার মহারাজের ওখানে যাও। তাঁর ভাব গতিকও জান্‌তে পারবে, আর তাঁকে বল্‌বে যে আমি তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ বাসনা করি।

[সুরমার প্রস্থান।

হায় কি জ্বালা হল! আমার হৃদয় যে জ্বল্‌তে লাগল! আমি এত দিন সকাম নয়নে কোন পুরুষের প্রতি দৃক্‌পাত

করি নি। আজ আমি পিতার নিয়োগ মতে মহারাজকে সেই ভাবে দেখিছি। তাইতে আমার হৃদয়ে যেন কাল সাপের দাঁত রোপণ হয়েছে। যত বিলম্ব হচ্ছে ততই যাতনা বাড়ছে।

স্থরমার প্রবেশ।

মঙ্গল তো? তোমার চেহারা আগে বলছে—"না"।

সুর। আমি ঘর ঢুকেই দেখি যে এক জনা চাকর দাঁড়িয়ে আছে, আর মহারাজ একখানি চিঠি লিখতে কলমটি হাতে করেই বলছেন—"দেখ এ পত্র তাঁর নিজের হাতে দিও। সাবধান, সাবধান।" আমাকে দেখে কলমটি ফেলে উঠে এগিয়ে এলেন। আমি বন্নু "মহা-রাজ আমি রাজকন্যার দাসী।" অমনি যেন মুখ খানি চুন পারা করে বল্লেন "এস এস কিশের তরে এসেছ?" আমি বন্নু "রাজকন্যা আপনকার সঙ্গে দেখা কর্ত্তে চান।" এই বল্‌তে কি রকম কাতর হয়ে, কি সব মিষ্টি কথা কইতে নাগলেন, আমি অমন আমার বাপ চৌদ্দ পুরুষেও শুনি নি।

তার। কি কথা বল্‌লেন?

সুর। বল্‌লেন—"আমার অপরাদ হয়েছে, আমার ঘাট হয়েছে। আমি এতক্ষণ রাজকন্যের সঙ্গে দেখা করি নি। তা আমি কি করি আমার বড় অসুখ। আজকে আমার এই কুরি মাপ হয়। আমি রাজকন্যার আজ্ঞে-

কারী ” এই বলে আমার দুটি হাত ধরে কাঁদো কাঁদো হয়ে বল্‌লেন, “দেখ যেন কিছু মনে টনে করেন নি। আমি অতি অব্বিশি তাঁর সঙ্গে দেখা করব। আমার বড় আবিশ্যক কথা আছে।”

তারা। আমার সঙ্গে তাঁর আবশ্যক কথা ? সে আবার কি কথা। আমার সঙ্গে আমার পিতার অনুমতি পালন ভিন্ন আর কি কথা। তাতে অসম্মত হলেই অন্য কথার প্রয়োজন হয়। আমার মন যে আরও বিকল হল !

সুর। আমি আর য্যাত বুজি না বুজি এক কথা বুজি। ঐ চাকরটাকে ধরে ঐ চিঠি খানা নিয়ে দেখতে পাল্লেই সব হাল হস্তবুদ জানা যায়।

বিনো। এইই কাজের কথা।

তারা। সেটা কি ভাল হয় ? ভীমরায়কে ডাক দেখি।

[সুরমার প্রস্থান।

গোপনীয় চিঠি এমন করে দে'লে আমি জন্মের মত মহারাজের বিষদৃষ্টিতে পড়ব। হায় হায়! আমি কি বিপদেই পড়লেম। আমি সুখের কাননবাসিনী কুরঙ্গিনীর ন্যায় সুখে কাল যাপন কচ্ছি, এমন সময় হঠাৎ কোন কিরাতের বিষাক্ত তীর এসে আমার হৃদয়ে প্রবেশ কল্লে। আহা! আমি যুদ্ধের অশ্বের ন্যায় চিরদিন উত্তম মন্দুরার মধ্যে ছায়াতে অতি যত্নে পালিত হয়ে হঠাৎ অগ্নিবৎ যুদ্ধ-ক্ষেত্রে পড়ে শত শত তীক্ষ্ণ অস্ত্রের লক্ষ্য হলেম।

ভীমরায় ও সুরমার প্রবেশ।

ভীম। ভৃত্যের প্রতি কি আজ্ঞে?

তারা। তুমি সুরমার কাছে সকল কথা শুনেছ?

ভীম। আজ্ঞে শুনেছি।

তারা। এক্ষণে পরামর্শ কি?

ভীম। ঐ চাকরটাকে ধরে চিঠি খানা দেখা। তার পরে সেই অনুসারে কাজ করা।

তারা। গোপনীয় চিঠি দেখা কি উচিত হয়? আর মহারাজ শুনলেই আমার প্রতি জন্মের মত তাঁর অবিশ্বাস হবে।

ভীম। এই যে উপস্থিত বিষয়, এ কেবল নায়ক নায়িকার কথা নয়। এ হচ্ছে রাজকীয় কর্ম্মের কথা। এ কথার সঙ্গে এই রাজ্যের মঙ্গলামঙ্গল এক সূত্রে গাঁথা। এতে সামান্য উচিত অনুচিত দেখলে চলে না। এর উচিত অনুচিত স্বতন্ত্র। এসম্বন্ধে যাতে কার্য্য সিদ্ধ হয় সেইই উচিত, আর যাতে কার্য্যের ব্যাঘাত হয় সেইই অনুচিত। আর মহারাজ শুনলে তো বিদ্দিষ্ট হবেন? ভাল সে কথা আমার থাক্‌ল। ঐ চাকর কি আবার ফিরে মহারাজের কাছে বলতে যেতে পারে?

তারা। সেকি? তুমি কি তাকে খুন করবে নাকি?

ভীম। নানা, এমন স্থানে, এমন যত্নে রেখে দেব, যে কেবল খাবার সময় মুখ খুলবে, আর না।

তারা। দেখ যেন পীড়ন হয় না। কি যে ঘটে কিছু বলা যায় না।

[ভীমরায়ের প্রস্থান।

বিনো। মা কালীর ইচ্ছে সব সুবিধে হবে। আপনি ভাবেন কেন?

তারা। আমার যে এই প্রথম। আমি ভাবনা কাকে বলে তাতো এত কাল জান্‌তেম না।

সুর। চিঠি খানটি না পেলে আমি কিছুই বলতে পাস্ছি নে।

বিনো। যে মানুষ গিয়েছে তা চিঠি পাওয়া যাবে। এই যে।

চিঠি লইয়া ভীমরায়ের প্রবেশ।

তারা। দেখি কি চিঠি? আহা! সে চাকরটীকে কি অবস্থায় রেখেছে?

ভীম। সে বেশ আছে।

তারা। (চিঠি পাঠ)

রাজকন্যার সহিত আমার বিবাহের কথা উল্লেখ হওয়াতে তোমার যে অবস্থা, তাহা আমি অবগত আছি। বস্তুতঃ ঐ সম্বন্ধে যত কথা হইয়াছে সকলি অলীক—শুদ্ধ তোমার পিতার কৌশলমাত্র। যাবৎ তোমার সহিত সাক্ষাৎ হইয়া এ সকল কথা পরিষ্কার না হইবে, তাবৎ আমার মনের যে কত বৈকল্য তাহা কি লিখিব। পক্ষীযুগলের মধ্যে একটিকে ধরিয়া পিঞ্জরে

বন্ধ করিলে সে যেমন অস্থির হয়, সম্প্রতি আমার সেই অবস্থা। আমি নিশিযোগে ব্যতীত এই রাজপুরী হইতে নিষ্ক্রান্ত হইতে অক্ষম। অতএব আমার সহস্র মিনতি যে তুমি সেই পর্য্যন্ত এ সম্বন্ধে কোন কার্য্য না করিয়া আমার অপেক্ষা করিবা, ইতি।

ওঃ প্রমাদ! এর প্রত্যেক কথা সজীব, প্রত্যেক কথাতে যেন ভাপ উঠ্‌ছে, প্রত্যেক কথাতেই যেন মহারাজের হৃদয় মুদ্রাঙ্কিত হয়েছে। তবে আর কেন! তবে আর আমি কারে যত্ন করি। আমি যাঁরে যত্ন করি তিনি আপনি আপনার নন। হা বিধাতা! আমার কপালে কি এই ছিল! পিতা হারালেম, পৈতৃক রাজ্য হারালেম, পিতার নিয়োগ মতে যাকে পতিভাবে মানসে বরণ কল্লেম তাঁর চরণে বঞ্চিতা হলেম আমি রাজকুমারী ছিলাম রাজমহিষী হতাম। সে পদ অন্যের হল, এখন আমি কোথা যাই, কার মুখপানে চাই। আমি যেন প্রকৃতির ত্যাজ্য সন্তান—যেন নদীর স্রোতে ভাসা কাঠ খড়ের মত হলেম।

ভীম। (উষ্ণতার সহিত) আপনি কেন এমন হতাশ হচ্ছেন! আপনি যাঁর রাণী হবেন তিনিই রাজা। নচেৎ কার সাধ্য যে মহারাজা রামপাল সিংহের সিংহাসনের দিকে চখ তুলে চায়।

তারা। না না, একা আমার জন্যে একটা বিদ্রোহ

উপস্থিত না হয়। সহস্র সহস্র অজ্ঞান নিরপরাধী অকালে কালের তিমিরময় মুখে পতিত হবে, আর চিরদিন পিতৃহীন, পতিহীন, বংশহীনের অশ্রুপাত হবে। যে সিংহাসনে বসে এই সকল লোকের রোদনের কোলাহল শুনতে হবে আমি তার অভিলাষী নই।

ভীম। তা আপনি বল্লে কি হয়, সিংহাসনে আপনার স্থানে অন্য রমণী উপবেশন কল্লে, এ ঘটনা হবেই। প্রজাগণ, প্রধান কর্ম্মচারীগণ, সকলেই আপনার পিতার বশীভূত। বিশেষতঃ সেনা সমূহ তাঁর চিহ্নিত। এই সেনার দ্বারা তিনি এই দেশ জয় করেন। অতএব এরা যেই শুনবে যে তাদের পরম শ্রদ্ধাস্পদ, তাদের কুলদেবতা রামপাল সিংহের কন্যার পরিবর্ত্তে অন্য কোন রমণী রাজমহিষী হল, আর অমনি চতুর্দ্দিক হইতে আগ্নেয় পাহাড়ের ন্যায় বিদ্রোহ অগ্নি বর্ষণ করে রাজা, রাণী রাজসিংহাসন সব ভস্মশাৎ করবে। আর এই যে স্বর্গতুল্য দেশ——

তারা। ওঃ ভয়ানক! ভয়ানক! আহা, কোটাল ক্ষান্ত হও, আমি আর শুনতে চাই নে। আহা! বিধাতা মনুষ্য বংশ নাশ করবার জন্যে কি আমাকে সৃষ্টি করেছেন? তা এখন এর উপায়? মন্ত্রীকে একবার ডাক।

ভীম। এইই পরামর্শ।

[প্রস্থান ও তারাবতী আসনে বসিয়া নিশব্দে অশ্রুপাত।

বিনো। আপনি এখন কাঁদেন কেন? আগে দেখুন যদি উপায় না হয় তখন যা ভাল হয় তাই করবেন।

সুর। উপায় কেনে হবেক নি। অব্বিশি হবে। রাজকুমারীর য্যতি মন্দ হয় তবে ঠাকুর দেব্‌দা সব আঁস্তাকুড়ে ফেলে দব।

তারা। আহা! সুরমা! অমন কথা বলতে নেই। তাঁরা কি কারও মন্দ করেন?

সুর। তা যে তাঁদের ঘরে ছেরো কাল স্যাবা কল্লে, যে ছেরোকাল মানুষদেরকে দিলে, খাওয়ালে, আর কল্লে, তার য্যতি দুস্কু হল তবে তাঁরা কার কি কত্তে আছেন।

তারা। ভাল তাঁরা করেন, আর মন্দ হয় কর্ম্ম দোষে।

সুর। একথা আমার আসলে মনে ধরল নি বাপু। য্যতি কর্ম্ম দোষে মন্দ হতে পাল্লে, তবে কর্ম্ম গুণে কেন ভাল হতে পাল্লেক নি? যাক ব্যানে তাঁরা আর য্যাত করুন না করুন, আপনকার মঙ্গল করুন। এই যে মন্ত্রীমশায়।

সীতাপতি সামন্তের প্রবেশ।

তারা। মন্ত্রীবর! এই চিঠিখানি পাঠ করুন।

সীতা। (পাঠান্তে) হাঁ! তা এ যে হবে, আমি তা জানি।

তারা। তবে তুমি এ সকল অবগত আছ?

সীতা। অবগত এই যে মহারাজকে যখন সিংহাসন উপবেশনে আহ্বান করা যায়, তখন তিনি আমার কাছে আমার কন্যার পাণিগ্রহণের ইচ্ছা প্রকাশ করেন। বোধ

হয় আমার কন্যারও এই অভিলাষ, তিনি শৈশবকাল অবধি মহারাজের সঙ্গে এক শিক্ষকের কাছে পড়েছেন, একত্র বাল্যক্রীড়া করেছেন। তাই মনে কর্ত্তেন যে রাজা আর। তিনি সমানাস্পদ্য। যেমন কৃষাণ বালকেরা প্রাতকালের সূর্য্য দেখে মনে ভাবে যে তিনি বুঝি তাদের সমান অধিকরণে এবং ঐ সম্মুখস্থ তরুশ্রেণীর পার্শ্বেই আছেন, এই বলে ধর্ত্তে যায়, মহারাজের সম্বন্ধে আমার কন্যারও ঐরূপ সংস্কার। এই ভ্রান্তি দূর করবার জন্যে তাঁকে আমি দরবারে এনে রাজার বিবাহ রাজকন্যার সহিত হবে এই কথা প্রচার করে দিয়েছে। বোধ হয় এখন তাঁর বিশ্বাস হয়েছে। এক্ষণে সেনানী রুদ্রপ্রতাপ সিংহের সহিত তাঁর বিবাহ হবে। রুদ্রপ্রতাপ সিংহ বহুদিন হতে যত্নবান আছেন। এই কার্য্য সাধন হলেই সকল উপদ্রব নিবৃত্ত হবে। অতএব আমি চল্লেম।

[প্রস্থান।

তারা। এই বিবাহই এর উপায়। কিন্তু আজ সন্ধ্যার পরে যে রাজা সাক্ষাৎ করবেন, সেটা নিবারণ হয় কিসে?

সুর। সে নিবারণ হবেক নি কেন? এই বিয়েটা আজকে দিন ভরের মধ্যে হয়ে গেলেই হল।

তারা। তাও হবে না, এও হবে না। দেখা যাক মন্ত্রী কি করেন।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

চপলার শয়নাগার।

চপলা আসীনা ও চুলের দড়ী, চিরুণ ইত্যাদি উভয় হস্তে জানুর উপর ধরিয়া চিন্তা।

সুরমার প্রবেশ।

চপলা। আরে বউ যে, এস, এস এস। আর যে দেখাটি নেই। আমি বলি বয়ের বুঝি পেট।

সুর। যে বলে তার হকৃগে, তার সাত পুরুষের হকৃগে।

চপ। হাঃ হাঃ হাঃ। আমরণ আর কি! এটা কি শাঁপ হল না বর হল?

সুর। য্যাখন ফল্‌বে ত্যাখন ঠাওর পাবে।

চপ। তা যাক। তুই আর বেরিস নে কেন্‌লা?

সুর। বেরুব কি ভাই, এক তিলের তরে অসর পাই নে। পেচুন বাগে এক জন এক তরাল দে কেটে গেলেও চেয়ে দেখতে পাই নে।

চপ। কেন, এত কি কাজ?

সুর। বলে কেন, এত কি কাজ? আমাকে তো সকলই

কত্তে হয়—মাতা বাঁধা, কাপড় পরাণা, গয়না পরাণা, আবার ট্যকা কড়ি রেখ্‌তে হয়, তার হিসেব দিতে হয়, আর কত্তে হয়। এই যে বল্লুম সকলই দেখ্‌তে হয়, সকলই কত্তে হয়।

চপ। কেন, আর একজনা আছে না?

সুর। কে? বিনোদা? পোড়াকপাল! সে কি নড়ে বসে? সে কিবল এই আতর দানটি, গোলাপ পাস্‌টি, ফুলের তোড়াটি, এই সামনে ধরে দ্যায়। আর এই চৌপরটি দিন বকের মত এই রাজকন্যার মুখ তেগে বসে আছে। যেই একটি কথা মাথা ভাসান দিয়েছে, আর অমনি যেন ছোঁ মেরে ধরে নিয়েছে। আর হঁা হঁা, তাই তো বটে, এই তো বটে, বটে তো বটে। এই কিত্তি কত্তে নেগেছে। তবু রাজকন্যের ছাড়া ভাল কাপড় খানি, ভাল জিনিসটি আগে বিনোদা পাবে। তার পরে য্যাতি থাকে তবে আর কেউ পেলেত্তো পেলে আর না পেলেতো নেই নেই।

চপ। কেন, রাজকন্যে কি কে কেমন তা বুঝতে পারে না?

সুর। বুঝতে কেন পারবেক নি গো। বোঝে সব, বলে সব, তবু খোসামুদির এমনি ভেল্‌কি, যে বুঝেও বোঝে না। আমাকে য্যাতি কেউ বলে সুরমার রূপ খানি যেন নক্ষীঠাকুরের মতন। আমি কি তা বুঝি নে যে আমাকে ধাপ্পা দিচ্ছে? তবু যেন মনটা খুসি হয়।

চপ। ঠিক বলেছিস ভাই। তা যাক। আজকে যে বড় বেরিয়েছ ?

সুব। আজকে ছুটি নিয়েছি। কালকে রাজকুমারীর গায়ে হলুদ। তা কাল অব্দি তো বেরুতে পাব নি।

চপ। সেকি ? কালকে রাজকুমারীর গায়ে হলুদ ?

সুব। হাঁ। কেন, এতো সকলেই জানে। মহারাজের বিয়ে, এ কথা কি কারো জানতে বাকী আছে ?

চপ। এ কথা কি ঠিক হয়ে গিয়েছে ?

সুর। হাঁ গো। তা নইলে আর বলছি কি ? এই মহারাজ দেখি নিজে পুরুত ঠাকুরকে নিয়ে দিন ধার্য্যি কল্লে। আবার এই কথা নিয়ে সেই আর এই রাজ-কুমারীর সঙ্গে কত দেখি তামাসা ফষ্টি কল্লে।

চপ। ও ধম্ম! ও কলি! ও যম! কি সব্বনাশ! কি সব্বনাশ!

সুব। ওমা, সেকি গো! রাজা রাজকুমারীর বিয়ে; এতে সব লোক খুসী, তুমি বল সব্বনাশ ?

চপ। না ভাই, ওসব কথায় কাজ নেই।

সুর। তা হবেই তো। এ কথা বল্‌বেই তো। কলির ধর্ম্মই যে এই। আমি মরি ছোট্‌ ঠাকুরঝি, ছোট্‌ ঠাকুরঝি করে, যে কথাটি যেখানে শুনি, অমনি ছুটে এসে বলি। আর ছোট্‌ ঠাকুরঝি একটা কথার বিশ্বেস করে না। লোকের মন পাওয়া ভার এ কলিকালে। বলে—

তৃতীয় অঙ্ক।

কানাইয়ের তরে প্রাণ বাঁচে না,
কানাই বলে তানা না না।

চপ। না না, বউ রাগ করিস নে। বল্‌ছি বল্‌চি। বল্‌ব কি ভাই বলতে গেলে কথা বেরয় না, আরও যেন পেটের ভেতর যায়। এই মন্ত্রী মশার মেয়ের সঙ্গে রাজকুমারের বিয়ে হবে এই চিরকাল কথা। আজকে সকাল বেলা রাজা হতে যাবার সময়ও মানময়ীর কাছে এসে দিব্বি করে বলে গেলেন যে তোমাকে আমি ত্যাগ করব না, করব না, করব না।

সুর। তা এখনও তো বল্‌ছে তেগ করব না।

চপ। বলিস কি বউ? এ কথা কি ওখানে হচ্ছে নাকি? তোরা কি শুনেছিস বল দেখি?

সুর। দেখতে পেলে আর শুনতে চায় কে?

চপ। সে আবার কিলো? দেখতে পাওয়া কেমন?

সুর। তুমি দেখতে চাও না শুনতে চাও।

চপ। অবাক কল্লে বাপু! কই কি দেখাবি দেখি।

সুর। তুমি তো ভাই লেখা পড়া জান। আমাদের মত নিত্যন্ত হত মুকক্কু তো না। এই দেখ। (পত্র দান)

চপ। একি? এ যে রাজকুমারের হাতের লেখা দেখছি যে? তুমি এ পত্র কোথা পেলে ভাই?

সুর। মহারাজের বৈঠকখানা ঘরের দোর গোড়ায়।

চপ। তুমি কি করে জানলে রাজার পত্র?

সুর। আমি এই সোনালি হল করা খাম্‌টা দেখনু কিনা? দেখে রাজকুমারীর কাছকে নিয়ে গেনু কিনা? তিনি পড়ে বল্লে "রাজার লেখা চিঠি। এ যেখানকার চিঠি সেই খানকে রেখে এস।" আমি বন্নু, এ চিঠি আপনি রেখে দাও। তা বলে "না না, কেন পরের চিঠি রেখতে যাব। আচ্ছা দেখি মহারাজ কেমন করে দশটা বিয়ে করেন।"

চপ। তা রাজা যদি দশ বিয়ে করেন, তা উনি কি বন্ধ কর্ত্তে পারেন?

সুর। তা আর পারেন নি গা? রাজা কে? রাজকুমারীই তো রাজা। এই যাত লোক নস্কোর সবই তো তাঁর।

চপ। (পত্র পাঠ) মানময়ি!—অদ্যকার দরবারে যাহা শুনিয়াছ, সকল বিশ্বাস করিও না। যদিও রাজকন্যাকে বিবাহ করিতে হইল, তাহার নিমিত্ত তোমার সহিত যে কথা আছে, কোন মতেই তাহার অন্যথ হইবে না। আমি এইক্ষণ ভগবানের ইচ্ছায় রাজা হয়েছি। আমার যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারি। আমি যদি দশ বিবাহ করি, কার সাধ্য আমাকে নিবারণ করে অতএব তুমি চিন্তা করিও না। আমি সন্ধ্যার পর তোমার সহিত সাক্ষাৎ মতে সকল কথা কহিব ও শুনিব। আমার মনে শঙ্কা হইতেছে যে রুদ্রপ্রতাপে বেটা এই সুযোগে তাহার চির বাসনা সফল করিতে চেষ্টা করিবে। অত

এব সাবধান, কেননা আমি তাহা কখনই সহ্য করিতে পারিব না।

বটে! সিঙ্গেসন ছুঁতে না ছুঁতে এত আস্পদ্ধা হয়ে উঠছে। এখন দশটা বিয়ের কথা হল। যে মানময়ী বই আর কেউ ছিল না, যে মানময়ী বিনে ত্রিভুবন শূন্য দেখতে, সেই মানময়ী এখন দশটার একটা। এই কথার পরে আবার সন্ধ্যার পর দেখা। মানময়ী তেমন মেয়ে নয়। আর এ জন্মে দেখা হবে? এই আমি চল্লেম। আমার মাথা বাঁদা এখন মাথায় রইল।

সুর। ও ভাই! তুমি যে একবারে রেগে কাঁই। তা ভাই তুমি আমার চিঠি খানটি দাও। আমাদের অত কথায় কি? বলে——

নোহা পাথরে যুদ্ধ করে,
শোলা দিদী পুড়ে মরে।

চপ। কেন? এ চিঠি তো তোমাদের রাজকন্যা ছেড়ে দিয়েছেন।

সুর। আমি তো চিঠি দিতে এসি নি।

চপ। না বউ, আমার মাথা খাও, এ চিঠি খানটী দিতে হবে।

সুর। তা আমাদের মন তো তোমার মতন না যে একটা কথা ফাস কত্তে চাও না। তুমি চাইলে আমি না বলতে পারি নে। তা ভাই ন্যাও চিঠি, কিন্তু ভাই

আমার নামটি কর না। বলও এক জনা লোকের ঠিঁয়ে পেয়েছি।

চপ। তা হবে।

(উভয়ের প্রস্থান।)

—•◎•—

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

মানময়ীর মহল।

মানময়ী পালঙ্গোপরি চিন্তানিমগ্ন।

বিমলা অনতি দূরে।

মান। এ বিবাহে আমি সম্মত! ওঃ! (বিমলার প্রতি দৃষ্টি করিয়া) ভাল, রাজকুমার কেমন করে এ কথা আমার সমুখে বল্লেন! যখন এ কথা শুনলেম, তখ আমার হৃদয়ে যেন একটা আগুনের শিখা জ্বলে উঠে মাথা ফুড়ে বেরিয়ে গেল। আর সেই পর্য্যন্ত ঐ কথ গুলি এক একবার যেন বাতাসের সঙ্গে ধ্বনি হচ্ছে। আমি একটু অন্যমনা হচ্ছি, আর যেন "এ বিবাহে আমি সম্মত" এই শুনে চম্‌কে উঠছি। কখনও একটু তন্দ্রা আসছে আর দেখতে পাচ্ছি যেন রাজকুমার সিংহাসনে বসে বলছেন, "এ বিবাহে আমি সম্মত"। যেমন এক বি

সাপের বিষ সমুদয় শরীর আচ্ছন্ন করে, তেমনি এই ক্ষুদ্র কথাটী আমার সমুদয় মন আচ্ছন্ন করেছে।

বিম। কিন্তু আমার বোধ হচ্ছে যেন রাজকুমারের আরও কিছু কথা ছিল।

মান। তা হতে পারে। "এ বিবাহে আমি সম্মত", এ বিবাহ আমার প্রার্থনীয়। এই রকম।

বিম। না না। এ কথা নয়, "আমি সম্মত না"। রাজকুমার যেন এই কথা বলতেন।

মান। তবে বল্লেন না কেন? কে তাঁকে বারণ করেছিল।

চপলার প্রবেশ।

বিম। আচ্ছা চপলা কি বল? রাজকুমার বিয়ের কথায় কি কথা—

চপ। আর রাজকুমার, রাজকুমার করে কি হবে? ও কথা ছাড়। এই দশই রাজকুমারের বিয়ে।

বিম। কার সঙ্গে কার সঙ্গে?

চপ। আবার কার সঙ্গে? রাজকন্যার — (মানময়ীকে মূর্চ্ছিতা হইতে দেখিয়া বেগে নিকটে গিয়া হস্ত ধারণ।) এই দ্যাখ যা ভেবেছিলেম তাই। হে মা দুর্গা! হে মা কালী! তোমার এখন যে বর কন্যে এক জন পাষণ্ডের হাতে প্রাণ হারালে, এমন দেবদুর্ল্লভ ফল সৃষ্টি করেছিলে কি ঘৃণিত পোকার আহার হবে বলে? এমন

গজমতি সৃষ্টি করেছিলে সিংহে চিবিয়ে চূর্ণ করবে বলে?

মান। (চৈতন্য এবং গাত্রোত্থান) চপলা! এখন তুমি কি বলছিলে বল। আর চিন্তা নাই! এখন আমার ধাঁধা ঘুচেছে। আচ্ছা আমি এর পরিশোধ দিব। আমি যেমন না বুঝে মন দিয়েছিলেম, তেমনি আমি আপনাকে আপনি সমোচিত শাস্তি দিব। সেনাপতি রুদ্রপ্রতাপ সিং, যাঁকে আমি এত অশ্রদ্ধা করি, তাঁকেই আমি ভজনা করব। এই আমার সঙ্কল্প। এখন আমার মন স্থির হল। যাক তবে এই দশ দিনে বিবাহ হবে? তাহলেই ভাল। কেন না দেশে অরাজক হবার গতিক হয়েছিল। এখন যা হক রাজা রাণী সংস্থান হল। ঐ দিনেই তবে বিবাহ স্থিরহয়েছে?

চপ। হাঁ।

মান। ভাল। বড় সুখের বিষয়। তা তুমি অবশ্য এ কথা ঠিক শুনেছ—অর্থাৎ কোন বিশ্বাসী লোকের মুখে শুনেছ?

চপ। হাঁ। তা যে মানুষের মুখে শুনিছি তা উড়-ভাষা নয়। আমার মামাত ভাইবউ সুরমা, সেই রজা-কন্যের প্রধান সহচরী, তারই মুখে শুনেছি।

মান। আঃ তবে আর এতে অনুমাত্র সন্দেহ নেই। বেশ বেশ, এখন বিয়েটা হয়ে গেলেই হয়। তা ভাল তার সঙ্গে তোমার দেখা হল কোথায়?

চপ। আমাদের বাড়ীতে এসেছিল।

মান। তোমাদের বাড়ীতে এসেছিল? কেন? এর কারণ কি? এই আমোদ ছেড়ে বড় যে তোমাদের বাড়ীতে এল?

চপ। কালকে নাকি রাজকন্যের গায়ে হলুদ। তা কাল থেকে সেই বিয়ে অবদি আর তো বেরুতে পাবে না। তাই বলে একবার বেড়িয়ে আসি।

মান। (দীর্ঘ নিশ্বাস ও অবনত মুখী) উঃ!

বিম। ও কি? এই যে বল্লেন মন স্থির হয়েছে। তবে একি আবার?

মান। (পুনরায় দীর্ঘ নিশ্বাস) না না, ও কিছু না। যেমন প্রদীপ নিবে যাবার সময় শিখাটা শেষ হয়ে গিয়েও একবার জ্বলে উঠে এককালীন নির্ব্বাণ হয়, এ তেমনি। (চপলার প্রতি) তা তোমার সে ভাই বউ আর কারও কথা টতা কিছু বল্লে না?

চপ। আর কার কথা?

মান। বলি এই রাজকুমারের কথা টতা কিছু বল্লে টল্লে? না তা সে জানবে কেমন করে। আর আমারই বা তা শুনে লাভ কি?

চপ। আহা! কি পরিতাপ! আমি কেমন করে বলব! ওগো! সেই রাজকুমার নিজে থেকে এই দিন স্থির করেছেন। আর এই কথা নিয়ে সেই

রাজকুমারীর কাছে বসে কত হাস কৌতুক রসিকতা হয়েছে।

মান। সখি! আর বলও না, আর বলও না, আর আমার সহ্য হয় না। আমার হৃদয় বুঝি বারুদ-ঘরে আগুণ লাগার মত ফেটে খণ্ড খণ্ড হল। (উপধানে পতন ও রোদন)

বিম। চপলা! তুমি ও কথা আর বলও না। উনি যে বলেন আমার মন স্থির হয়েছে সে কাজের কথা না। প্রণয় ছাড়তে পুরুষ যেমন তৎপর, মেয়ে যদি অমন হত, তবে কৃষ্ণের জন্যে রাধার অমন দশা হত না।

মান। রাজকুমার! এই যদি তোমার মনে ছিল, তবে তুমি যেমন রাজা হবার সংবাদ পেয়েছিলে, অমনি কেন চলে গেলে না। কেন আমাকে বঞ্চনা করে বলে গেলে যে রাজত্বের জন্যে তোমাকে পরিত্যাগ করব না? আমার হৃদয়ে যে ছুরি মেরেছ সেই তো যথেষ্ট তীক্ষ্ন, তাতেই তো আমার প্রাণ যেত, তবে আবার তাতে বিষ মাখাবার প্রয়োজন কি ছিল?

চপ! আরও যে কথা আছে তা যদি বলি তা হলে—

বিম। চপলা! তুই ভাই এক আজগবি লোক!

মান। না না, তুমি বল, তুমি বল। রাজকুমার আমাকে ত্যাগ করেছেন এর বড় কঠিন কথা আর কি আছে?

চপ। (ব্যাঙ্গভাবে) না ত্যাগ কেন করবেন? এই চিঠিখানা পড়ে দেখ।

মান। (পাটান্তে চিঠি আছড়াইয়া ফেলিয়া) এমন! এত অহঙ্কার! এত কুটিলতা, এত নিষ্ঠুরতা? তোমার অস্ত্রাঘাতে আমি মৃত্যু যাতনায় কাতরাচ্ছি, আর তুমি তাই উপলক্ষ করে আমাকে উপহাস করছ। আমি ভাল বেসে একেবারে কুকুরের স্বভাব প্রাপ্ত হইনি যে লাথি মারতে পা উঁচালে সেই পা চাট্‌ব। আমি এমন যৎসামান্যের মধ্যে পড়লেম! আমি এখন দশটার মধ্যে একটা? আমি যে একমাত্র শশধর ছিলাম এখন আমি তারা রাশিতে মিশে গেলাম! আমি পশু নই যে পালের মধ্যে একটা হয়ে থাকব। আচ্ছা, আমি আজই এর উপায় কচ্ছি। এখনও এত অহঙ্কার যে আমি ওঁর অনুরোধে রুদ্রপ্রতাপকে বিবাহ করব না। আচ্ছা, আজিই ঐ রুদ্রপ্রতাপকে বিবাহ করব। দেখি কে নিবারণ করে?

চপ। আবার রাজা হয়ে অহঙ্কার দেখ, বলে রুদ্র-প্রতাপে ব্যাটা। এর প্রতিফল যদি দিতে পার তবে দুঃখ যায়। আর তাই দেখেই আমাকে যদি মর্ত্তে হয় তাতেও আমি রাজি।

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

বীরনগর রাজবাড়ী। রুদ্র প্রতাপ সিংহের বাসা।

সীতাপতি সামন্ত ও রুদ্রপ্রতাপ
সিংহের প্রবেশ।

সীতা। বাপু! তুমি আমার কন্যার পাণি প্রত্যাশায় অনেক দিন হতে প্রচুর যত্ন কর্চ্ছ। সম্প্রতি আমার বাসনা যে অবিলম্বে সেই শুভকর্ম্ম সম্পন্ন হয়। তুমি তাতে সম্মত আছ কি না?

রুদ্র। সম্মত কি? আমি এক্ষণে প্রস্তুত আছি। কিন্তু মহাশয়ের কন্যার সম্মতি হয়েছে?

সীতা। সে বিষয় আমি দেখছি।

চপলার প্রবেশ।

এ কি? চপলা, কি সমাচার? ভালতো সব?

চপ। আজ্ঞে, সব মঙ্গল। আপনার সঙ্গে কিছু কথা আছে।

রুদ্র। তবে অনুমতি হয়তো আমি অন্তর হই।

[প্রস্থান।

সীতা। ব্যাপার খান কি? মানময়ীর সম্বন্ধে তো কিছু অশুভ সংবাদ নেই?

চপ। আজ্ঞে না বরং আমরা যত দূর বুঝতে পারি তাতে শুভই বলতে হবে।

সীতা। কি? বিষয়টা কি?

চপ। রুদ্রপ্রতাপ সিংহের সঙ্গে আপনার কন্যার বিবাহে আপনার মত আছে?

সীতা। আছে, আছে। সে তো অনেক দিন আমি প্রকাশ করেছি। তা—তা—তার এখন কি? তার এখন কি?

চপ। তবে এই পত্রখানা পড়ে দেখুন।

সীতা। (পত্র পাঠ)

পিতঃ! আমার পাণি সম্বন্ধে আপনি আমাকে যে স্বাধীনতা দান করিয়াছিলেন, এক্ষণে আমি তাহা আপনার চরণে প্রত্যার্পণ করিলাম। সম্প্রতি ঐ সম্বন্ধে আপনার ইচ্ছাই কার্য্য। পরন্তু আপনার চরণে আমার এক মাত্র প্রার্থনা যে আছে, তাহা চপলার প্রমুখাৎ অবগত হইবেন।

চরণরেণু প্রত্যাশিনী
মানময়ী।

আহা! আজ আমার কি শুভদিন! চপলা! তুমি কি আনন্দের সংবাদই এনেছ! তবে এক্ষণে তাঁর প্রার্থনাটা কি?

চপ। প্রার্থনা এই যে, যদি রুদ্রপ্রতাপ সিংহের কোন

আপত্তি না থাকে, তবে এ বিবাহ আজই গোধূলি লগ্নে হয়।

সীতা। আরও মঙ্গল। আচ্ছা সে বিষয় আমি এখনই শেষ কর্চ্ছি—ভৃত্যগণ, কে উপস্থিত আছ? তোমাদের মনিবকে আস্‌তে বল।

রুদ্রপ্রতাপ সিংহের পুনঃ প্রবেশ।

বাবা! বড় সুসংবাদ। বাসনার অতিরিক্ত ঘটনা। আজকে গোধূলি লগ্নে এ ক্রিয়া সমাধা হওয়ার বিষয়ে তোমার কি কিছু আপত্তি আছে?

রুদ্র। আমার আপত্তি? এই দণ্ডে যদি হয় তো আমি সে পর্য্যন্ত অপেক্ষা করি নে।

সীতা। তবে আর কি? চপলা তুমি তবে এখন যাও। কথা তো সুস্থির হয়ে গেল।

[চপলার প্রস্থান।

যদিও আজ এই কার্য্য করাই স্থির, তথাচ পুরোহিত ঠাকুরকে ডাকিয়ে তাঁর সঙ্গে একত্রে আজকার দিনটে বৈবাহিক দিন কিনা সেটা একবার দেখা ভাল।

রুদ্র। মহাশয়! আজকেই যখন কার্য্য করা স্থির, তখন আর প্রয়োজন কি? যদি এ দিন [illegible] দোষ হয় তবে শুদ্ধ মনের একটা বিকার জন্মাবে।

পুরোহিতের প্রবেশ।

সীতা। প্রণাম! আসতে আজ্ঞে হয়। এই মহাশয়ের

নিকট লোক পাঠান যাচ্ছিল। মহাশয় যেন কোন দয়ালু দেবতার ন্যায়, সুদ্ধ স্মরণ কর্লেই দর্শন পাওয়া যায়।

পুরো। আমিও তোমাকে অন্বেষণ কর্চ্ছি। সম্প্রতি উপস্থিত দেখতে পাচ্ছি গত রাজার শ্রাদ্ধ আর বর্ত্তমান রাজার বিবাহ। শ্রাদ্ধ সম্বন্ধে—তোমার যে তা দেখ গে—তোমাদের যা বিবেচনা তাই কর, তাতে আমার কোন প্রতিবাদ নেই। দশটা ক্রিয়াতে দশ টাকা লাভ হয়েছে, ভাল একটাতে নাইই হল। কিন্তু বিবাহ সম্বন্ধে—তোমার যে তা দেখগে—আমার তো কথা না কইলে চলে না; যে হেতু তোমাদের বিবেচনা শূন্য।

সীতা। বিবাহ সম্বন্ধে আপনার কি কথা—আজ্ঞে করুন।

পুরো। আমার জিজ্ঞাস্য এই যে রাজার যে বিবাহ হয় তা—তোমার যে তা দেখগে—এর পুরোহিত হবে কে?

সীতা। কেন? রাজার তো কুল-পুরোহিত বর্ত্তমান।

পুরো। হাঁ, আর তোমাদের, জ্ঞান বুদ্ধি মত্তমান! (উষ্ণতার সহিত) আরে রাজার আবার কুলপুরোহি-তটে কে? সে ব্যক্তিটে কে, আমি তাই জানতে চাই। সে বেটা—তাকে আমি বেটা বলে বলি—কোথাকার হরির খুড়ো সে। ভাল, বল দেখি এক জন মুদ্দফারাসের ছেলে এসে রাজা হয়, আরে এমন ঘটনাও তো হতে পারে—তার কুলপুরোহিত হল এক বেটা মড়ুই পোড়া বামুন।

এখন কি সেই মড়ুই পোড়া এসে রাজকুলপুরোহিত হবে? ব্যাপার খানা কি? ভাল তাই যা হোক, রাণীর পুরোহিত কে?

সীতা। তা এ বিবাহে সম্প্রদান যেই করুক রাণীর পক্ষের পুরোহিত আপনি।

পুরো। এক্ষণে যেন তাই হল, উত্তর কালের ব্যবস্থাটা কি?

সীতা। উত্তর কালে রাণী যে সকল ক্রিয়া করবেন তার পুরোহিত আপনি, আর রাজার ক্রিয়া রাজার পুরোহিত করবেন। আর সাধারণ ক্রিয়াতে অর্দ্ধেক অংশ পাবেন।

পুরো। ভাল, তা এঁদের যদি সন্তান হয়, তবে সে সন্তান কার হবে? সে সন্তান আমার, না—তোমার যেতা দেখগে—সেই রাজার পুরোহিতের?

সীতা। মহাশয়! তবে এ বিষয় এক্ষণে নিস্পত্তি হতে পারে না। আমরা এইক্ষণ বড় ব্যস্ত আছি।

পুরো। হঁা হঁা হঁা, তা আমার বিলক্ষণ জানা আছে। আমার একটা কথা হলেই তোমার সময় থাকে না। তবে আমি চল্লেম (গাত্রোত্থান)।

সীতা। মহাশয়, রাগত হবেন না। আমাদের একটা বিবাহ উপস্থিত, তাতেই আমরা ব্যস্ত।

পুরো। তোমাদের বিবাহই উপস্থিত হোক, আর

তোমাদের শ্রাদ্ধই উপস্থিত হোক, তাতে—তোমার যেতা দেখগে—আমার ইষ্ট কি?

সীতা। মহাশয়ের ইষ্ট এমন কিছু না, তবে কি না মহাশয়কেই এই ক্রিয়েটি নিষ্পন্ন করে দিতে হবে।

পুরো। বটে বটে বটে? তবে তো ব্যস্ত হতেই হয় বটে। আরে বিবাহতে লোক যদি ব্যস্ত না হবে, তবে আর কিশে ব্যস্ত হবে তা বল। ভাল ভাল, তবে আমার ও কথাটা এখন স্থগিত থাকে থাক। তবে উপস্থিত ক্রিয়া আমাকেই নির্ব্বাহ কর্ত্তে হবে?

সীতা। হঁা, উভয় পক্ষেই মহাশয়।

পুরো। হঁা, আরো ভাল, আরো ভাল। আহা, তোমার কল্যাণ হক। তুমি যত দিন আছ, তত দিন এ রাজধানী আছে। তুমি চখ বুজলেই সব অন্ধকার। যাক, তবে এখন এ বিবাহটা কার?

সীতা। পাত্রী আমার কন্যা, আর পাত্র এই রুদ্র-প্রতাপ সিংহ।

পুরো। হঁা? এমন সমাচার? আহা! আমি কি পর্য্যন্ত—তোমার যেতা দেখগে—আপ্যায়িত হলাম, তা আর কহতব্য না। যেমন পাত্রী তেমনিই পাত্র। যোগ্যং যোগ্যেন যোজয়েৎ। এখন শুভস্য শীঘ্রং।

সীতা। একটু কথা আছে?

পুরো। আঃ আবার কি কথা? যেমন পাত্র তেমনি পাত্রী, এতেও—তোমার যেতা দেখগে—আবার কথা? আমি তো কোন কথাই দেখতে পাই নে। ভাল তা অগ্রে ক্রিয়াটা তো সমাধা হক, পশ্চাতে যে কথা থাকে তা হবে। তার নিমিত্ত চিন্তা কি? এখন কি ক্রিয়া রোধ করে কথা? ক্রিয়া বড়, না কথা বড়।

সীতা। তা নয়, তা নয়।

পুরো। আবার তা নয় তা নয় কেমন? তাই তো বটে।

সীতা। বিবাহটা অদ্যই দিতে হচ্ছে।

পুরো। ওহো, এই কথা? তবে বল, তবে বল। হাঁ, এ ভাল। যে যে কথা থাকে—তোমার যে তা দেখগে—পূর্ব্বাহ্নে শেষ করাই বিধি। পরে গোল করাটা মূঢ়ের কার্য্য।

সীতা। অদ্য দিনটী কেমন!

পুরো। অদ্বিতীয়। এমন দিন অনেকের অদৃষ্টে ঘটে না। আমি এই এখন—তোমার যে তা দেখগে—পাঁচি-শটে বিবাহের ব্যবস্থা দিয়ে আসছি।

রুদ্র। তা অধিবাসের তো আর সময় হয় না?

পুরো। আরে অধিবাস কি আবার একটা কথার মধ্যে কথা না কি? ওটা কেবল—তোমার যে তা দেখগে—স্ত্রী লোকের ব্যবহার মাত্র। ওকি কোন শাস্ত্রে কখনও

শুনেছ? তবে আর মিথ্যা কথা লয়ে সময় নষ্ট করা মূর্খতা।

সীতা। তবে আমি উদ্যোগী হই গিয়ে।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

তারাবতীর উপবেশন মন্দির।

তারাবতী, বিনোদা ও স্থরমার প্রবেশ।

তারা। যত সন্ধ্যা নিকট হচ্ছে, ততই আমার উদ্বেগ বাড়ছে। উপযুক্ত উপায় কিছুই হল না।

বিনো। কেন, মন্ত্রী মশায় যখন মহারাজের চিঠি দেখে গিয়েছেন, তখন কি তিনি কিছু উপায় করবেন না?

তারা। তাঁর উপায় তো রুদ্রপ্রতাপ সিংহের সঙ্গে বিয়ে দেয়া। সে বিয়ে যে আজই দিতে হবে এমন কিছু তাঁর কথার ভাবে বোধ হল না। এ দিকে মহারাজ যে রকম প্রেমোন্মত্ত, তাতে আমার নিশ্চয় বোধ হচ্ছে মন্ত্রীকন্যার সঙ্গে সাক্ষাৎ হলে তিনি কখনও অবিবাহিত ফিরে আসবেন না। তা হলেই আমার হয় প্রাণত্যাগ না হয় গৃহত্যাগ এই দুয়ের মধ্যে আমার বুদ্ধি।

সুর। কিছুই ভেগ কত্তে হবেক নি।

বিনো। সে কেমন ?

সুর। স্যানাপতি মশায় বিয়ে সঙ্গের এগুতে হয়ে গ্যালেই তো ভ্যাজাল ঘুচে গেল ?

তারা। হঁা।

সুর। তবে তার তরে ভাবতে হবেক নি।

তারা। কি ? কি ? কি ? কেন, ভাবতে হবে না কেন ?

সুর। সে কথা আমি ঠিক করে রেখে দিয়েছি।

তারা। আহা! সুরমা! তা যদি হয় তবে তুমি আমার কি উপকার না কর্ল্লে। সুরমা আমার উপকার কেন একটি ভয়ানক বিপদ হতে তুমি এই রাজ্যটী রক্ষে কর্ল্লে। তবে কি কৌশলে এটা সুসিদ্ধ কল্লে বল দেখি ?

সুর। মহারাজের হাতের লেখা সেই চিটী খানটী ছেলো কি না ?

তারা। হঁা তা তো ছিল বটে।

সুর। রামধন বিশ্বেস দাদা যেমনিটী দেখবে তেমনিটী নিখে দিতে পারে কি না ?

তারা। হঁা, পারে।

সুর। বস! সেই মহারাজের নেখার মতন এমনি আর এক খানা নিখিয়ে নিনু, যেন মন্ত্রী মশার মেয়ে দেখতে মন্তরই অমনি তেলে বেগুণে জ্বলে উঠে সঙ্গের এগুতে স্যানাপতি মশায়কে বিয়ে করে বসে থাকে। সেই চিঠি

নিয়ে গে আমার পিস্‌তত ননদের ঠিঁয়ে দিয়ে এনু। সে একটু নিখতে পড়তে শিখেছে কি না, চিঠি দেখতে মন্তরই অমনি বলে উঠেছে, "এ যে রাজকুমারের হাতের নেখা।" এই বলে আর তার সইল নি, অমনি মন্ত্রী মশার বাড়ী পানে ছুটল। এই আর কি।

বিনো। ও—মা! ওলো অবাক্ কল্লি মেনে। তলে তলে এত কীর্ত্তি করিছিস বসে বসে? ধন্নি মেয়ে বটে বাপু।

তারা। অধিক কি বলব সুরমা! তুমি যদি পুরুষ হতে, তবে বিনে লেখা পড়াতে তুমি প্রধান মন্ত্রীর কর্ম্ম চালাতে পাত্তে। তুমি যে কাজ করেছ তাতে এই দেশের ইতিহাসে তোমার নাম থাকবে।

বিনো। ওমা সেকি গো! এই দ্যানে দরবারে সব্বাই সুরমার এই কীর্ত্তি নিয়ে পাঁচা করবে? ওর ভাশুর শ্বশুর অব্‌দি জানবে? ওমা কি নজ্জা কি নজ্জা!

তারা। সুর[illegible] কৌশল তো সাঁওতালের তীরের মত, নিশেন মারবেই। কিন্তু তবু কি হল না হল একবার জানতে পাল্লে ভাল হত।

সুর। সে আর জানতে হবেক নি, এত খন সে বিয়ে হচ্ছে।

তারা। তুমি আন্দাজে বল্‌ছ, না জেনে বল্‌ছ?

সুর। আণ্ডাদ ফাণ্ডাদ কাকে বলে তা আমি বুঝি নে। আমি যা জানি তাই বলি।

তারা। তুমি জান, বিবাহ হচ্ছে ?

সুর। আমার ননদ এক চিঠি নিয়ে মন্ত্রী মশার কাছকে এসেছেলো কিনা ? সে আমাকে বল্লে কিনা ?

তারা। সুরমা! তোমার ঐ রাঢ় দেশী কথা গুলিতে আজ যেন একটি নূতন মাধুরি বর্ষণ কর্চ্ছে। তোমার স্বর যেন বিনার স্বর বোধ হচ্ছে। তা এখন এদিকে তো সব সুবিধে হল। কিন্তু মহারাজের চাকর যে বন্ধ থাকল, তাতে আমার ভয় হচ্ছে। তার যত বিলম্ব দেখ-ছেন, ততই মহারাজ অস্থির হচ্ছেন, পলকে প্রলয় হচ্ছে। তাই বলি তিনি হতাশ হলে একটা হিতে বিপরীত ঘটবে ?

ভীমরায়ের প্রবেশ।

এই যে কোটাল, আমি তোমাকে ডাক্‌তে পাঠা-চ্ছিলাম।

ভীম। কি আজ্ঞা হয় ?

তারা। মহারাজের চাকরটী এদিকে রইল বন্ধ মহা-রাজ ওদিকে থাকলেন আশায়, সেটা তো ভাল হল না। মহারাজের হৃদয়ে একেতো অনুরাগের আগুণ জ্বলে রয়েছে, তাতে পত্রবাহক ফিরে না আসাতে, সংশয়, দুশ্চিন্তা, ব্যগ্রতা, রাগ, এই সকল ক্রমাগত উদয় হচ্ছে। অতএব প্রবল আগুণে যা পড়ে তাইই আগুন হয়। আবার অনুরাগের সঙ্গে যদি রাগের যোগ হয়, তবে

একটা অনর্থ ঘটবে, যেমন দুটি কঠিন বস্তুর পরস্পর আঘাতে আগুণ ঝরে। এতে আমার বড় ত্রাস হচ্ছে। বিশেষতঃ সেনাপতির সঙ্গে যে মন্ত্রীকন্যার বিবাহ হয়েছে, মহারাজকে এইটে জানান হচ্ছে আমাদের উদ্দেশ্য। তা চাকর ভিন্ন মহারাজ গোপনে জোয়ালা-পুর যেতেও পারবেন না, আর বিবাহের বিষয় জান্‌তেও পারবেন না।

ভীম। এক উপায় আছে। মহারাজের চাকরের সহোদর আমার চাকর। দুজনের অবয়বের এমন একতা যে তাদের মাতারও ভ্রম হয়। উভয়েরই বাম হস্তে ছটী অঙ্গুলি, উভয়ের মাথার এক রকম টাক, উভয়ের নাকে একটা আচিল তাতে চারটী চুল, উভয়ে শ্যাবদন্তী, আর গলার স্বরও এক রকম। এই চাকরকে মহাজের কাছে দিলেই হবে।

তারা। তবে আর কি? এখন তো সবই মনের মত যোগাড়ে হল। আমাদের কাজ আমরা কল্লেম, এখন মা দুর্গার ইচ্ছে।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

রাজার বৈঠকখানা।

গিরীন্দ্র সিংহের প্রবেশ।

গিরী। রামা এখনও আস্‌ছে না কেন? জোয়ালাপুর পাঁচ ক্রোশ। প্রত্যেক ক্রোশ দুদণ্ডের হিসেবে রাত্র এক প্রহরের সময় তার ফিরে আসা উচিত। তবে কিনা যাবার সময় যত দ্রুত চল্‌তে পারে, আসবার সময় শ্রান্তি জন্য কিছু শিথিল হয়ে পড়ে। যা হক দেড় প্রহরের মধ্যে আসবার তো বাধা নেই। তাতে দুই প্রহর অতীত হল (ঘড়ি খানায় নবম দণ্ড বাজিতে শুনিয়া) এঃ এ ঘড়ি-ওয়ালা হয় নেশাবাজ, না হয় নিদ্রালু।

রামার বেশে গদার প্রবেশ।

ওঃ এত দেরি?

গদা। মশায় আপনি ডেরি বল্‌ছেন কিশে?

গিরী। তুমি যে সময় গিয়েছ তাতে রাত্র দেড় পরের মধ্যে অবাদে ফিরে আসা যায়।

গদা। তা রাত কত হয়েছে গা? এখনও যে দশটা বাজি নি।

গিরী। আহা! এই সকল অধীন অবস্থার ফল। সর্ব্বদা

দণ্ডের ভয় সুতরাং দণ্ড এড়াবার জন্য মিথ্যা কথা রচনা কত্তে হয়। তা যাক তুমি মানময়ীর নিজ হাতে চিঠি দিয়ে ছিলে তো?

গদা। চিঠি ফিরে নেইচি।

গিরী। কেন?

গদা। নিলেক নি।

গিরী। সে কি?

গদা। তা আমি কি আর হয়কে লয় কচ্ছি গা?

গিরী। তবে কার সঙ্গে তোমার দেখা হল, কার সঙ্গে কথা হল, কে চিঠি ফিরে দিলে? এ সব একটি একটি করে বল।

গদা। আমি গেলে দরাণ দাদাকে গিয়ে বন্নু যে মানময়ী ঠাকুরঝির কাছকে চিটি দিতে যাব। তা বল্লে "হুকুম নি"। আমি বন্নু খবর দাও। তাই খবর দিতে মন্তরই চপলা বেরিয়ে এল। তাকে বন্নু মানময়ী ঠাকুরঝির নামে মহারাজের চিটি আছে, তাই তাঁর সঙ্গে দেখা কত্তে হবেক। বল্লে "আর চিটি দিতেও হবেক্ নি, আর দেখা কত্তেও হবেক নি। তুমি যাঁর চিটি তাঁকেই দাও যেয়ে"। এই বলেই চলে গেল, আর হাঁক দোই মানলেক নি। ফিরেও চাইলেক নি।

গিরী। মানময়ীর সম্বন্ধে আর কিছুই বল্লে না?

গদা। আমি কি আর হয়কে লয় কচ্ছি গা?

গিরী। চপলার কথাতে তার মনের ভা‌ব
রাগ না দুঃখ ?

গদা। ডাল্ খিচুড়ী।

গিরী। হাঁ! তাই বই আর কি ? দুইই আছে। এক্ষণে তুমি অশ্বশালার দারোগার কাছে বলগে, যে অশ্বটি জোয়ালাপুর হতে আমার সঙ্গে এসেছে, তাকে তৈয়ের করে এক জন সইস তাকে লয়ে সিংহদ্বারের বাইরে অশ্বত্থ তলায় অবস্থিতি করে।

[গদার প্রস্থান।

(গাত্রোত্থান করিয়া বিচরণ করিতে করিতে) দুর্জ্জয় অভিমান! আমার পত্র গ্রহণ কল্লেন না, আমার লোকের সঙ্গে সাক্ষাৎ কল্লেন না, চপলাও তার একটা কথা শুনলে না। যাই হক, আমি গিয়ে প্রকৃত ঘটনা গুলি বুঝিয়ে দিলে এ অভিমানের সমতা হবে। এখন যেতে পার্লে হয়। (বাহিরে উঁকি মারিয়া) ওঃ! রাত্রের কি ভয়ানক চেহারা! যেন প্রলয়ের নমুনা। এক্ষণে রাত্রের যৌবন অবস্থা। সকল অবয়ব গুলি সম্পূর্ণ হয়েছে। সব নিশুতি। নগরের শত শত ক্ষুদ্র বৃহৎ গলি সকলে যে এই নগরের শিরার স্বরূপ এতক্ষণ মানব স্রোতে পরিপূর্ণ ছিল, এক্ষণে শূন্য হয়েছে, ধনাঢ্য লোকের অট্টালিকা ও দেব মন্দির সকল যে তাহাদের সুন্দর এবং বিশাল কলেবর প্রদর্শন করে এতক্ষণ পথিক

জনের সময় অপহরণ কচ্ছিল, এখন সে সকল যেন নিদ্রায় অচেতন হয়েছে। ফলতঃ এই মহা নগরী সম্প্রতি এমনিই নির্জ্জন ও নিস্তব্ধ হয়েছে যে কোন প্রকাণ্ড গোরস্থানের সঙ্গে এর সৌসাদৃশ্য হয়। এই আমার যাবার উপযুক্ত সময়।

[প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

মানময়ীর শয়নাগার।

এক পালঙ্গে মানময়ী ওদ্বিতীয় পালঙ্গে রুদ্রপ্রতাপ সিংহ।

রুদ্র। সুন্দরী! তবে তুমি এ বিবাহে সম্মত হলে কেন? আমার দর্শন তোমার চক্ষুশূল, আমার আলাপ তোমার শ্রুতিপীড়া, আমার সঙ্গ তোমার অন্তর্দাহ হায় কি দুরদৃষ্ট! আমার মনোদুঃখ যেমন দুঃসহ তেমনি অপূর্ব্ব। বাসনা সফলা হলে সকলে সুখী হয়, আমার বাসনা সফলা হয়ে প্রাণ যায়।

মান। আপনার অবস্থা আমি বুঝাতে পাচ্ছি। আমিও সুখের আশায় বিবাহে সম্মত হয়েছি। কিন্তু কি করি! স্ত্রী

জাতির শরীর অপেক্ষা মন আরও দুর্ব্বল। আমি জান্‌ছি আপনাকে শ্রদ্ধা ভক্তি করা আমার যেমন কর্ত্তব্য তেমনি হিতকর। কিন্তু মন সে পথে যায় না। এই ঔষধে প্রাণ বাঁচবে, জেনেও সেবনে প্রবৃত্তি হয় না। (হস্ত যোড় করিয়া) আমার অপরাধ মার্জ্জনা করবেন।

রুদ্র। তাতে যদি তোমার মন সুস্থ হয়, তবে তোমার এক অপরাধের জন্য আমি শত মার্জ্জনা কর্ছি। কিন্তু আমার যাতনার উপায় নেই। আমার অপরাধ ভগবান মার্জ্জনা করুন। আর যদি তোমার কাছে কোন অপরাধ করে থাকি তুমিই মার্জ্জনা কর।

মান। আমি আপনার কথায় কোন উত্তর দিতে পারিনে। আপনি আমার প্রাণ দণ্ড করুন। কেননা যে স্ত্রী স্বামিকে শ্রদ্ধা কর্ত্তে না পারে তার মরণই মঙ্গল।

রুদ্র। আশা পূর্ণ হলে সকলের সুখ হয় আমার হল আশা পূর্ণরূপ বিড়ম্বনা। আমার এ দুঃখের উপায় নাই। আমার শত্রু হননীয় নয়। যদি কোন পরাক্রান্ত মনুষ্য আমার বিপক্ষ হত, আমি শুদ্ধ বজ্রমুষ্টি প্রহারে তারে কীচক বধের অনুকরণ কর্ত্তেম। যদি সিংহ সার্দ্দূলাদি কোন বিক্রমশালী পশু আমার বিরোধী হত, আমি বাহু বলে তার গ্রীবা ভঙ্গ করে নাশ কর্ত্তেম। কিন্তু আমার হৃদয় ভেদ হচ্ছে মধুর বচনে, তীক্ষ্ণ শরে নয়; আমার শরীর জ্বলছে স্নিগ্ধকর মন্দ সমীরণে, জ্বলন্ত হুতাসনে নয়;

আমি নিহত হচ্ছি আমার জীবনের দোসর রমণীর দ্বারা, কোন প্রাণনাশক শত্রু দ্বারা নয়। আমার মৃত্যু হচ্ছে ঔষধে, রোগে নয়। (মানময়ীর পালঙ্গের প্রতি দৃষ্টি করিয়া) বোধ হয় নিদ্রাকর্ষণ হল। ভাল আমার প্রতি প্রতিকূলতা এর যেন স্বভাবসিদ্ধ। এর কারণ কি? অন্য পুরুষের প্রতি আশক্তি? না তা নয়। তা হলে বিবাহ করবেন কেন? দেখি কি হয় আমিও তবে শয়ন করি। (শয়ন)

গিরী। (মানময়ীর পালঙ্গের নিকটস্থ হইয়া) মান-ময়ি!

রুদ্র। (নিষ্কোশিত তলোয়ার হস্তে গাত্রোত্থান) কে রে? আমার হস্তে কার মৃত্যু ইচ্ছা হল? (রুদ্রপ্রতাপের তলোয়ারের বিপরীত গিরীন্দ্র স্বীয় তলোয়ার উত্তোলন ও তৎক্ষণাৎ সম্বরণ ও প্রস্থান ও রুদ্রপ্রতাপ তদুদ্দেশে দুই তিনবার তলোয়ার মারিতে গিয়া শূন্য গৃহ জানিয়া বিস্ময়াপন্ন)। একি? আর যে কিছুই নেই। এটা কি ভৌতিক ক্রিয়া? আমি তো মনুষ্যের পায়ের শব্দ শুনেছি, আর মানময়ীর নাম উচ্চারিত হয়েছে। আবার আমার তলোয়ারের বিরুদ্ধে এক খানি অতি মনোহর হীরকাদি জড়িত তলোয়ার বিদ্যুতের ন্যায় চমকে অমনি লুকিয়ে গেল। এ সকল কি? দ্বার তো সকলই বন্দ, আলোটা মিট মিট কর্চ্ছে। দেখতে হল। (নূতন বাতি জ্বালিয়া

অন্বেষণ) কই, কিছুই তো দেখি নে। এটা ভৌতিক ? কেননা সকল দ্বারই তো বন্দ আছে। আহা ! মানময়ীর চরিত্রের প্রতি আমার মনে দুই তিন বার সন্দেহের উদ্রেক হয়েছিল। কিন্তু সেটা কিছু নয়—সেটা কিছু নয় মুখে বল্‌ছি এবং মনেও বুঝতে পাচ্ছি, তবে আবার হৃদয়ের মধ্যে জ্বলে জ্বলে উঠ্‌ছে কি ? আহাঃ ! আমার এই বাসর শয্যা যথার্থ কি মৃত্যু শয্যা হয় নাকি ? এ কথা কারে বলি ? কি করি ? মানময়ীকে জিজ্ঞাসা করব ? না, তাতে হিতে বিপরীত হবে। ওঃ কি যাতনা ! আর যে সইতে পারিনে, আমার হৃদয় যেন ভাপরার পাত্রের ন্যায় ফাটে ফাটে হল। যা হক তদন্ত না করে কোন কার্য্য করা হয় না।

(পটক্ষেপণ।)

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

সীতাপতি সামন্তের খিড়কির উদ্যান, লতামঞ্চ।

মানময়ী চপলা ও বিমলা আসীনা।

বিম। ওকি? এই বল্লে যে উদ্যানে এলে নানা জাতি ফুল ও গুল্ম লতাদি দেখেও কোকিল ভ্রমর ইত্যাদির গীত শুনে একটু স্থির হবে, তা কই। ঘরেও যেমন চখের জল পড়ছিল এখানেও তেমনি?

মান। সখি! আমাকে মিথ্যা ভৎর্সনা কর। যেমন গায়ের জ্বালা হলে একবার বিছানায়, একবার মাটিতে, কখনও বা ঘরে, কখনও বা বাইরে ছুট ছুটি করে, কিন্তু কোথাও স্থির হতে পারে না, আমার তেমনি হয়েছে। কোকিলগণ আনন্দে কুহু কুহু না করে কাতরে উহু উহু কর্চ্ছে। অলিদল যেন মৃদুস্বরে আমার সঙ্গে কাঁদছে। মলয়া মারুত যেন আমার দুঃখে দুঃখিত হয়ে দীর্ঘ শ্বাস ত্যাগ কর্চ্ছে। তবে সখি! আমার এ যাতনার উপায় নেই। কেন না যাতে প্রতিকার হবে তা আমি করব না, আর যা আমি করব তাতে প্রতিকার

হবে না। আবার এক জন সর্ব্ব গুণান্বিত ধার্ম্মিক সকল সুখে সুখী পুরুষকে আমি (রোদনের সহিত) বিবাহের ছলনা করে দুঃখের সাগরে ভাসালেম।

উদ্যানের অন্য এক ভাগে গিরীন্দ্র সিংহের প্রবেশ।

গিরী। এই তো সেই খিড়কির উপবন। এখন পুর প্রবেশ করি কেমন করে? আর মানময়ীর সঙ্গেই বা দেখা হবে কিশে? কেউ পাছে দেখে। আমি এখন কুমার গিরীন্দ্র সিংহ নই। আমি এখন রাজাধিরাজ। কিন্তু একটা জঘন্য কলা চোরের ন্যায় এক ভদ্র লোকের খিড়কীর বাগানে প্রবেশ করেছি। যে পর্য্যন্ত গত রাত্রে মানময়ীর গমন মন্দিরে ঐ পুরুষটাকে দেখছি, সেই পর্য্যন্ত আমার হৃদয় কন্দরে যেন আগ্নেয় পাহাড়ের উদ্দীপণ হচ্ছে। ঐ পুরুষটী কে? কেন ছিল? কি উপলক্ষে ছিল? আঃ আমার শরীর জীবিত অবস্থাতেই দগ্ধ হল। আমার রাজধানী শ্মশান—আমার সিংহাসন জ্বলন্ত চিতা। অনু-রাগ ধন্য তোমাকে। তোমার শক্তির পরিমাণ নাই, তোমার ক্ষমতার সীমা নাই। তুমি এক ষোড়শী কোম-লাঙ্গী কামিনী, কিন্তু মহিষাসুর শুম্ভ নিশুম্ভ প্রভৃতি ত্রিভু-বন-বিজয়ী বীরগণকে অবলীলা ক্রমে ঈষৎ হাস্যের সহিত মৃদুস্বরে গান করতে করতে দলন কর। একি? মনো-যোগে শ্রবণ করিয়া) ক্রমে রোদন ধ্বনি, কেউ রোদন

কর্চ্ছে তাকে আর কেউ প্রবোধ দিচ্ছে। দেখতে হল (লতামঞ্চের নিকটে কামিনী গাছের আড়ালে অবস্থিতি।)

চপ। তবে যদি ঘরেও যেমন এখানেও তেমনি, বরং এখানে আরও বাড়ল, তবে ঘরেই যাওয়া ভাল।

মান। না না, সখি! তা নয়। এখানে তবু ভাল করে কাঁদতে পাচ্ছি, ঘরে তাও হয় না বিশেষতঃ এখানে কালকের আমোদের আয়োজন সকল রয়েছে। এ সকল দেখে এক একবার ভ্রম হচ্ছে যেন আমরা আগে এসেছি রাজকুমার পশ্চাতে আসছেন। কখনও এমন বোধ হচ্ছে যেন রাজকুমারের সঙ্গে আমোদ প্রমোদ হচ্ছে। যেন তাঁর সঙ্গে এই কথা হচ্ছে, এই রূপ পরিহাস হচ্ছে, আমরা যেন এই কথা কচ্ছি, তিনি যেন তার এই উত্তর দিচ্ছেন। বিয়োগ যাতনায় এই রূপ ভ্রম বড় উপকারী।

বিম। আহা! কি জ্বালাই হল আমার প্রাণ ফেটে যায়। রাজকুমার! তুমি এত কাল কেমন করে বঞ্চনা করেছিলে! আর এমন যে প্রভাতের নব বিকশিত গোলাব, যাতে এখনও সূর্য্যের তাপ লাগে নি, যাতে ভ্রমর বসে নি, তাকে তুমি একেবারে জ্বলন্ত আগুনে পোড়ালে!

গিরী। (প্রকাশ হইয়া) সখি, তোমরা আমার প্রতি মিথ্যা দোষারোপ কচ্ছ। আমার অপরাধ কি?

সকলে। ওমা, একি ?

চপ। আপনি কেমন করে এখানে এলেন ?

গিরী। আমি মৃগয়ার ছলে বিজন কাননে এসে এক জন অশ্বারোহী সৈনিকের বেশে এখানে এসেছি।

বিম। এখানে আপনার প্রয়োজন কি ?

গিরী। সখি!

বিম এবং চপ। সে কি ? আপনি সখি বলেন কারে, আপনি সখি বলেন কারে ? আপনি হচ্ছেন রাজা! আমরা আপনার প্রজা।

গিরী। আমি রাজাই হই আর সম্রাটই হই, তোমাদের কাছে আমি, আর আমার কাছে তোমারা, সকলই সই। মানময়ী কি আমার সঙ্গে কথাও কইবেন না ?

মান। (নত শিরে) আরও কি বঞ্চনা করবার মান-আছে ?

গিরী। সে কি ? বঞ্চনা কেমন ? আমি এ কি দেখ্‌ছি, কি শুনছি ? আমার যে আর বাক সরে না। আমি রাজ সিংহাসন ত্যাগ করে বনে এসে, আবার সেখান থেকে ছদ্ম বেশে এখানে এসেছি। এ সকল কি বঞ্চনা করবার জন্যে ?

মান। আপনি রাজ পুত্র, রাজা হয়েছেন, রাজ কন্যা বিবাহ কর্ত্তে বসেছেন। আর এখানে কি প্রয়োজন ? আপনার উপযুক্ত সবই তো হয়েছে।

গিরী। মানময়ি! আমি রাজ কন্যা বিবাহে কখনই সম্মত হই নি। আমার শত শত মিনতি, তুমি অমন কর্কশ ভাবে কথা কইও না। তোমার প্রত্যেক কথাতে আমার বোধ হচ্ছে যেন আমার হৃদয়ের একটি শির ছিন্ন হল।

মান। কেন? আপনি রাজ কন্যাকে বিবাহ করবেন, আপনার কাজ কথা উভয়ের দ্বারা প্রকাশ। প্রথমে সভায় বলেছেন, পরে পত্রে লিখেছেন।

গিরী। আমি এমন কথাও বলি নি, এমন পত্রও লিখি নি। তুমি আমার কথা গুলি একটু স্থির হয়ে শুন। আমি আর কিছু চাইনে।

মান। আমি কালাও হই নি, কাণাও হই নি। আমি স্বকর্ণে আপনার কথা শুনিছি, স্বচক্ষে আপানার পত্র দেখিছি। এ সকল অলীক কথা আর কেন? আপনি কি আমার ধর্ম্ম নষ্ট করবার আশা করেন?

গিরী। (উভয় করে কর্ণ আচ্ছাদন করিয়া) ওঃ মানময়ি! তুমি বল্লে কি? আমি তোমার—উঃ! এ কথা তুমি উচ্চারণ কল্লে কেমন করে? তোমার জন্যে আমার প্রাণ বিয়োগ হতে বসেছে। এই আমার চেহারা দেখ। আমি যে পর্য্যন্ত রাজা হয়েছি, সেই পর্য্যন্ত আমার আহার নিদ্রা গিয়েছে। বিশেষতঃ গত রাত্রে যে পর্য্যন্ত তোমার শয়নাগারে একটী পর পুরুষ দেখিছি, সেই অবধি আমার প্রাণ যেন অগ্নিবেষ্ঠিত বৃশ্চিকের

ন্যায় অস্থির হয়ে নিষ্কৃতির পথ অন্বেষণ কর্চ্ছে। সে পুরুষটী কে?

মান। (উষ্ণতার সহিত) সে আমার জীবিতেশ্বর, রুদ্রপ্রতাপ সিংহ। চল সখি! এখানে আর বিলম্ব করা উচিত না।

[মানময়ী, চপলা ও বিমলার বেগে প্রস্থান।

গিরী। অ্যাঁ! তোমার জীবিতেশ্বর! (ভ্রমিগ্রস্তের ন্যায় ঘাটের আলিমর উপর বৈসন ও কিয়ৎকাল চিন্তা নিস্তব্ধ থাকিয়া) আমার জীবিতেশ্বর, উঃ! এর প্রতি বর্ণে শত বজ্রাঘাৎ হচ্ছে। এখন আমার রাজত্ব করা, মানময়ীকে বিবাহ করা, সুখ সম্পদ ভোগ করা এই সকল আশা ইন্দ্রধনুর ন্যায় আকাশে লীন হল। এক্ষণে আমি কি করি। বনে গিয়া তপস্যা করি কি জলে গিয়া জীবন শেষ করি। সম্প্রতি দুঃখের বিষয় যে আমি দোষ না করেও দোষী হলেম। আমি সর্ব্বত্যাগী হব, কিন্তু আমার অপরাধ নেই এটা প্রমাণ করে যেতে হবে। আর সত্যই কি রুদ্রপ্রতাপ সিংহের সহিত বিবাহ হয়েছে? কবে হল, কখন হল। না, এ কথাটা শুদ্ধ আমাকে ঈর্ষানলে পীড়িত করবার জন্যে বলেছেন। যা হক শেষ পর্য্যন্ত দেখতে হবে।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

বিজয় কানন রুদ্রপ্রতাপ সিংহের তাঁবু।

রুদ্রপ্রতাপ সিংহের প্রবেশ।

রুদ্র। কি আশ্চর্য্য! এত লোকের কাছে জিজ্ঞাসা কল্লেম, মহারাজের সংবাদ কেউই বলতে পারে না। তাঁর সঙ্গেও কেউ যায় নি; সকলেই এইখানে উপস্থিত। এ যেন বিবাহের সমারোহে আর সকলই আছেন শুদ্ধ বর নেই। রথের গোল সম্পূর্ণ রয়েছে, কিন্তু রথে দেবতা নেই। এও তো বড় বিপদ। প্রাতঃকালে আসা হয়েছে আর বেলা তৃতীয় প্রহর হল। আর তো নিরস্ত থাকা যায় না। মহারাজ বিনে সকলই অসার, সকলই নীরস, কিছুই ভাল লাগে না।

রাজ শরীর রক্ষক সৈন্যদলের
অধ্যক্ষের প্রবেশ।

অধ্য। নমস্কার! অধীনকে কি নিমিত্ত স্মরণ করেছেন।

রুদ্র। এস! মহারাজ কোথা?

অধ্য। কি জানি? আমি বলতে পারি নে।

রুদ্র। সে কি? এরূপ অসঙ্গত কথা হইতে তোমার যে আদৌ বাধা বোধ হয় না দেখি। তুমি কোন্ কর্ম্মের জন্যে মহারাজের অন্ন ধ্বংশ কচ্ছ?

অধ্য। মহাশয়! আমার অপরাধ মাপ হয়, আমি সে ভাবে বলি নি। আমরা মহারাজের সঙ্গে এই বনে প্রবেশ কল্লেম। তখনই মহারাজের আজ্ঞা হল যে আমরা এই খানে থাকি। পরে মহারাজ একা এই দিকে গেলেন। সেই পর্য্যন্ত আমরা এই খানেই আছি।

রুদ্র। তুমি জান যে এ অতি ভয়ানক বন। এ স্থলে সিংহ ব্যাঘ্র আদি হিংস্রক পশুর আকর। যদিও মহারাজের তুল্য বীর পুরুষের তাতে শঙ্কা নেই, কিন্তু কোন মানব শত্রু গুপ্ত আঘাত কল্লেও তো পারে। এ স্থলে এই সকল কারণ প্রদর্শন করে তুমি কেন মহারাজের সঙ্গে যেতে উদ্যত না হলে?

অধ্য। আপনি কর্ত্তা, যা বলেন তার বিপরীত উক্তি করাতে আমার অপরাধ হয়। রাজ আজ্ঞার বিরুদ্ধতা করা কি সঙ্গত? তাতে হিতে বিপরীত হতে পারে কি না?

রুদ্র। তোমার হিতে বিপরীতের অর্থ এই যে রাজার রাগ হলে তোমার কিছু অনিস্ট হতে পারে। তবে স্বার্থ সাধনই তোমার মনের প্রধান সংস্কার। সত্য পূর্ণ হৃদয়, ধার্ম্মিক, রাজনিষ্ঠা লোকের পক্ষে রাজার মঙ্গলই এক মাত্র উদ্দেশ্য। তা যাক। মহারাজের সন্ধান শুদ্ধ তুমি ও তোমার অধীন সেনা দলের জানা উচিত ও সম্ভব। অতএব দুই দণ্ডের মধ্যে তুমি সে সন্ধান এনে দাও। নচেৎ তোমাদিগকে আমি নিশ্চয় কারাগারে প্রেরণ করব।

জনেক চোপদারের প্রবেশ।

চোপ। হুজুর! কি জন্যে গোলামের তলব হয়েছে।

রুদ্র। সৈন্যদের মধ্যে এই ঘোষণা দেও, যে ব্যক্তি মহারাজের সন্ধান আন্‌তে পারবে, তার বেতন বৃদ্ধি হবে, পদের উন্নতি হবে। আর আমি নিজ হতে তাকে প্রচুর পারিতোষিক দেব।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

রাজপ্রাসাদ।

গিরীন্দ্র সিংহের প্রবেশ।

গিরী। "আমার জীবিতেশ্বর" ওঃ এই অক্ষর কয়টি যেন আমার হৃদয়ে কোন অশানিত অস্ত্রে খোদিত হয়ে সেই রেখা গুলি মসীর পরিবর্ত্তে কালকুট বিষে পূরণ করা হয়েছে। রুদ্রপ্রতাপ! তোমার সৌভাগ্য অতুল। তুমি মহারাজা গিরীন্দ্র সিংহের হিংসাস্পদ। আমি কেনই বা রাজত্ব স্বীকার করেছিলেম। তা যাক, গতানুশোচনে বর্ত্তমান যাতনার উপশম হয় না। এক্ষণে মানময়ীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করা আবশ্যক। কিন্তু রুদ্রপ্রতাপ

মুক্তাবস্থায় থাক্‌তে সেটি হয় না। আমি রাজা হওয়া পর্য্যন্ত চোরের ন্যায় ব্যবহার করে আসছি—মিথ্যা কথা, প্রবঞ্চনা, গুপ্ত গমনাগমন। এখন আবার ডাকাইতের ব্যবহারও কর্ত্তে হচ্ছে। যেহেতু রুদ্রপ্রতাপ সিংহকে পীড়ন করা অপেক্ষা আর কি অত্যাচার হতে পারে। রুদ্রপ্রতাপ যেমন বীর, তেমনি ধার্ম্মিক, তেমনি রাজ ভক্ত। কেমন করে আমি বিনা অপরাধে তার প্রতি পীড়ন করি। বড় কঠিন বাধা। কি করি আর উপায় নাই। সুতরাং এ কাজ কর্ত্তে হল। এর পরে সেনাপতির যাতে সন্তোষ হয় তাই করব। তবে আর বিলম্ব করা হয় না। চোপদার!

(জনেক চোপদারের প্রবেশ।)

কোটালকে শীঘ্র ডাক।

চোপ। যে আজ্ঞে, মহারাজ।

প্রস্থান ও কোটাল সহ পুনঃ প্রবেশ।

ভীম। দাসের প্রতি কি আজ্ঞা?

গিরী। এখনি সেনাপতি রুদ্রপ্রতাপ সিংহকে কারাবদ্ধ করে আমাকে সংবাদ দাও।

ভীম। আজ্ঞে—মহারাজ—সেনাপতির—অপ——

গিরী। কি? সেনাপতির অপরাধ কি তাই তুমি আমার কাছে জিজ্ঞাসা কর্ত্তে সাহসী হচ্ছ না কি? এত

বড় যোগ্যতা! সত্বর আমার আজ্ঞা পালন কর। তিলার্দ্ধ বিলম্ব কর্ল্লে তোমার প্রতি উচিত দণ্ড বিধান হবে।

[ভীমরায়ের প্রস্থান।

ওঃ! সুদ্ধ অত্যাচারের ক্ষমতাই, অত্যাচারের সাধারণ বীজ। আমি ভীমরায়কে সহজ ভাবে বল্লেও তো পার্ত্তেম, কিন্তু রাজ ক্ষমতার অহঙ্কারে হঠাৎ রাগ হয়ে গেল।

সীতাপতি সামন্তের প্রবেশ।

সীতা। এ কি? আপনি সেনাপতিকে কারারুদ্ধ কর্ল্লেন কেন।

গিরী। সেনাপতির প্রতি আমার কিছু সন্দেহ হয়েছে।

সীতা। সেনাপতির প্রতি সন্দেহ? আমি মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি এ সন্দেহ নিতান্ত অমূলক আর তাঁর প্রতি এ ব্যবহার অতি অযোগ্য।

গিরী। এই কথা প্রমাণ সাপেক্ষ।

সীতা। এ কথা এই দণ্ডে প্রমাণ হবে, অপরাধটা শুন্‌তে পেলেই হয়।

গিরী। অপরাধ বিদ্রোহ।

সীতা। বিদ্রোহ? এ কথা রুদ্রপ্রতাপ সিংহের সম্বন্ধে? আপনাকে রাজা কর্ল্লে কে?

গিরী। যিনি রাজা প্রজা সকলেরই কর্ত্তা।

সীতা। সাক্ষাৎ সম্বন্ধে?

গিরী। আপনি এ কথা কেন বলেন? রাজা না থাকলে প্রজারাই রাজা সংস্থাপন করে থাকে, সেই অনু-রোধে কি রাজা প্রজাকে শাসন কর্ত্তে ক্ষান্ত হবে?

সীতা। রাজা শাসন করেন বটে, কিন্তু স্বীয় বলে নয়, পর বলে। সে বল আপনার কোথায়? আপনি সিংহাসন অধিকার করেছেন, কিন্তু সেনাগণের হৃদয় অধিকার কর্ত্তে পারেন নি। তারা একথা শুনলেই এখনি বারুদের রাশিতে আগুণ লাগবে। রুদ্রপ্রতাপ সিংহ তাদের জীবন, তাদের উপাস্য দেবতা।

গিরী। যাই হক, আজকে এই অবস্থাতে থাকতে হবে।

সীতা। (স্বগত) মনুষ্য জাতি এমনি ক্ষীণ বুদ্ধি সে ক্ষমতা অন্যায় রূপে ব্যবহার না কল্লে যেন ক্ষমতার সুখ ভোগ সম্পুর্ণ হয় না (প্রকাশ্যে) কেন আপনি প্রমাণ লয়ে সন্দেহ চ্ছেদ করুন।

গিরী। এক্ষণে আমার অবশর নেই।

সীতা। আমার অপরাধ ক্ষমা করবেন। আমার বোধ হয় আপনার মনে কোন গুপ্ত অভিসন্ধি আছে।

গিরী। আপনি যা বুঝেছেন সেইই বটে।

সীতা। রাজার কি এই উচিত?

গিরী। উচিতই হক, আর অনুচিতই হক, এ সকল আপনি ঘটায়েছেন। আপনিই এর মূল।

সীতা। তার কারণ এই যে এই দেশের, আপনার এবং আপনার বংশাবলির হিত চেষ্টাই আমার জীবনের এক মাত্র উদ্দেশ্য। যে কার্য্যের দরুণ আমি আপনার কাছে অপরাধী, সেটী না হলে এতক্ষণ এই বীরনগর একটী বিপুল অগ্নিকুণ্ড হত, রোদনের কোলাহলে গগণ পরিপূর্ণ হত, আর আপনি এতক্ষণ শত্রুর হস্তে পতিত হতেন।

গিরী। এ সকল কিছুই হত না যদি আমি ইচ্ছানুযায়ী কার্য্য কর্ত্তে পার্ত্তেম। যা হুক আমি আপনার সঙ্গে আর অধিক কথা কইতে পারিনে। আপনি আজকার মত বিদায় হন।

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

তারাবতীর উপবেশন মন্দির।

তারাবতী এবং বিনোদার প্রবেশ।

তারা। সখি! আমাদের কৌশল বিফল হল। মহারাজ তো কাল জান্‌তে পেরেছেন যে মন্ত্রী কন্যার বিবাহ অপরের সঙ্গে হয়েছে কই, তবু তো আমার প্রতি তাঁর মনোযোগের কোন লক্ষণ দেখিনে?

বিনো। এখনই মন হবে? তাঁর মনের মধ্যে এখন ঝড় বৃষ্টি অন্ধকার চিক্কুর ঝঞ্ঝনা হচ্ছে। একটু খোলাসা না হলে সব দেখতে পাবেন কেন?

তারা। আজ যে তিনি বিজয় কাননে মৃগয়া কর্ত্তে গিছলেন।

বিনো। ওমা! সে দেখি কত কীর্ত্তি কত কারখানা হয়ে গেল।

তারা। কি? হয়েছে কি?

বিনো। কে জানে, বলে মহারাজ নাকি সেই জঙ্গলে হারিয়ে গেছলো। তার পর তাঁকে খুজে পায় না আর না। শেষ কালে সেনাপতি মশায় রেগে মেগে ঐ মহারাজের কাছকে যে চাপরাশি গুন দিবে রাদ্দিন থাকে তাদের সদ্দারকে জেলে দিলে।

তারা। তার পর, তার পর?

সুরমার প্রবেশ।

বিনো। কিলো? এত হাঁপাতে হাঁপাতে কোতথেকে লো?

সুর। আরে বড় সর্ব্বনাশ।

তারা। কি, কি, কি?

সুর। আর কি স্যানাপতি মশাই জেলে গ্যাচে।

তারা। অ্যাঁ, রুদ্রপ্রতাপ সিং!

সুর। আর কি বলব মাথা মুণ্ড। যে যেখানে আছে সব

অবাক হয়ে মুখ চাওয়া চাওয়ি কচ্চে। বাজারের দোকান পসার বন্দ হয়েছে, আর সেপাইরা যে সঞ্জের এগুতে ফিত্তে বেরিয়েছেলো, তারা সব ছুটে ছুটে আস্‌তে নেগেছে। তাদের চোখ মুখ দিয়ে যেন আগুণ ছুটছে, আর এত বড় যুগ্যতা, এত বড় কুবুদ্ধি, এই বলতে নেগেছে আর সব জেল খানার ফটকের স্মুখে জমা হচ্চে। আমার গা কাঁপছে।

তারা। এ সব আমারই জন্যে। আমি না থাকলে এ সব কিছুই হত না। হা বিধাতা আমার কপালে কি এই ছিল! এখন এর উপায় কি? কোটালকে ডাক দেখি।

স্থুর। কোটাল মশায় মন্ত্রী মশায়ের কাছকে বসে কি পরামিশ কত্তে নেগেছে। মন্ত্রী মশাই না কি মহারাজের কাচকে যেয়ে স্যানাপতি মশাইকে খালাস করাবার তরে ঢেক বলে ছেলো আর করে ছেলো। তা মহারাজ একা-বারে না হারি পাট কল্লে। তাই সেখান থেকে এসে খালি কানতে নেগেছে আর মাথা খুঁড়তে নেগেছে।

তারা। আহা! মন্ত্রীর এই অবস্থা! আহা! চিরকাল এই রাজ্যের মঙ্গলের জন্যে শরীর পতন করে, শেষ তার অমঙ্গলের লক্ষণ দেখে, আর এই অনুরোধ রক্ষা না হও-য়াতে অপমানে মনের দুঃখে, যে চক্ষু এই রাজ্যের শুভা শুভ চিন্তায় নিদ্রা ত্যাগ করেছে, সেই চক্ষু আজ অশ্রু

জলে ভাসল। এখন আর তো উপায় দেখি নে আমাকে তোমরা মহারাজের নিকটে লয়ে চল, আমি তাঁর চরণ ধরে সেনাপতির মুক্তি প্রার্থনা করব।

কোটালের প্রবেশ।

এস এস! সমাচার কি বল?

ভীম। আজ যে কি ঘটনা হয়, কিছুই বলা যায় না। রুদ্রপ্রতাপ সিং তো সেনাদের জীবন। রামের কটক যে ভাবে রামকে শ্রদ্ধা কর্ত্ত, এ সেনারাও সেনাপতিকে তেমনি ভাবে শ্রদ্ধা করে। তাদের ভক্তির চিহ্ন স্বরূপ তাঁকে দাদা ভাই উপাধি দিয়েছে।

তারা। তবে এখন রক্ষা হয় কিশে?

ভীম। রক্ষার উপায় সুদ্ধ রাজার আজ্ঞা লঙ্ঘন করে সেনাপতিকে মুক্ত করা।

তারা। সেনাপতির প্রতি মহারাজের নির্দ্দয়তার কারণ কি?

ভীম। তিনি বলেন রাজ বিদ্রোহ, আমরা বলি সেনাপতির সঙ্গে মন্ত্রী কন্যার বিবাহ।

(নেপথ্যে)। আমাদের দাদা ভাই কোথা, আমাদের দাদা ভাই কোথা, আমাদের দাদা ভাই কোথা। দাদা ভাই এখুনি না দেখতে পেলে আমরা এই রাত্রের মধ্যে এই বীরনগর খুঁড়ে রেবতীর জলে ফেলে দব।

তারা। ওকি, ওকি, ওকি?

ভীম। সর্ব্বনাশ হল। ঐ সেনারা সব খেপে বেরি-য়েছে।

বিনো ও স্বুর। (তারাবতীর পশ্চাতে কাঁপিতে কাঁপিতে) ও বাবা! কি হবে! কোথায় যাব! ওই যে তারা এসে পড়ল, ওই ঢাল তরালের ঝন্‌ঝনি শুনা যাচ্ছে।

তারা। ভয় নেই, ভয় নেই। (কোটালের প্রতি) এখন উপায়?

ভীম। সেনাপতিকে খালাস দেয়া ভিন্ন আর গতি নাই। তা আপনি যদি অনুমতি দেন তবে পারি। আর এই সেনাদের আপনি আশ্বাস দিন। আমি এই দিগ দিয়ে পালাই নচেৎ আমাকে পেলেই যেন ক্ষুধার্ত্ত কুকুরের পালে এক খণ্ড মাংস পতিত হওয়ার মত আমাকে খণ্ড খণ্ড করে ছিড়ে ফেল্‌বে। কেননা আমার হাতে সেনা-পতি কয়েদ হয়েছেন। (অন্য দ্বার দিয়া কোটালের প্রস্থান)

তারা। (নেপথ্যের দ্বারে গিয়া) বাছা সকল! তোমরা দুঃখিত হয়েছ কেন? তোমরা কি চাও?

সেনাগণ। (নেপথ্যে) দাদা ভাই, দাদা ভাই, আর কোটালে ব্যাটা কই।

তারা। তোমরা কোটালের প্রতি অসন্তুষ্ট কেন? তার কিছু মাত্র অপরাধ নেই। তোমরা যাঁকে চাও তাঁকে আমি আনিয়ে দিচ্ছি।

সেনাগণ। (নেপথ্যে) রাজকন্যা তোমার জয় জয়-কার হক!

রুদ্রপ্রতাপ সিংহকে লইয়া কোটালের প্রবেশ।

ভীম। (রুদ্রপ্রতাপকে অগ্রে রাখিয়া) এই তোমা-দের দাদা ভাই।

সেনাগণ। (নেপথ্যে) রাজকন্যার জয়, রাজ কন্যার জয়!

[দুই জন সেনা রঙ্গভূমে আসিয়া সেনাপতিকে স্কন্ধে বহন করিয়া প্রস্থান।

তারা। ওঃ! ভাগ্যে এরা মহারাজের উপর রোখে নি।

ভীম। মহারাজ তো সন্ধ্যা হতেই এক অশ্বারোহণে বাইরে গিয়েছেন।

তারা। এরা বুঝি তাঁকে দেখতে পাই নি?

ভীম। দেখ্‌তে পাবে না কেন? দেখেছিল এবং তাঁর পথ রুদ্ধ করবার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু রাজা অকুতো ভয়ে বল্লেন, রে মূঢ় লোক! তোরা করিস কি? কোথায় আসিস? পথ ছাড়! এই কথা গুলি যে উচ্চারণ কর্ল্লেন, উষ্ণতার সহিতও না, উচ্চ স্বরেও না, বরং বারি পূর্ণ মেঘের গর্জ্জনের ন্যায় স্থির এবং গম্ভীর স্বরে। কিন্তু তাতে এমনি একটি অটল প্রতিজ্ঞার আভাস প্রকাশ হল

আর তখনই একখানি তলোয়ার বিদ্যুতের ন্যায় চমকে উঠল, আর যেমন মেষপুঞ্জের মধ্যে সিংহ প্রবেশ কল্লে তারা ত্রস্ত হয়ে উভয় পার্শ্বে রাশিকৃত হয়, সৈনিকেরা তেমনি হয়ে পড়ল। আর রাজা অবাধে চলে গেলেন।

তারা। আহা! এমন যে দেবতুল্য বীর পুরুষ তাঁর কেন এমন মতি হল? তিনি গেলেনই বা কোথায়? আমার তো বারণ করবার ক্ষমতা নেই। দেখি মা দুর্গা কি করেন।

[সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

জোয়ালাপুর মানময়ীর শয়নাগার।

মানময়ী পালঙ্গোপবিষ্টা।

মান। কি বিপদেই পড়লেম। ওঃ! কি যাতনা বুঝি আমার শ্বাস রোধ হল। প্রাণ বুঝি কণ্ঠাগত হয়েছে তাইতে নিশ্বাসের পথ বন্দ। আমি কি কল্লেম কি হল। জ্বালা জুড়াবার জন্যে বিবাহ করে, শেষে বিবাহই এক বিষম জ্বালা হল। গিরীন্দ্র সিংহের বিচ্ছেদ অপেক্ষা রুদ্রপ্রতাপ সিংহের সংসর্গ আরও অসহ্য। এই বিবাহ

করে মনের বেদনার জন্যে যে একটু আহা উহু করব তারও পথ বন্দ। যাই হক, আমার প্রাণ যায় তাও ভাল তবু রাজকুমারের মুখ আর দেখতে চাই নে। কিন্তু একি ? যেই মুখে বলি দেখতে চাই নে, সেই মন অমনি বলে ওঠে এখনই একবার এলে বাঁচি। যা হক এবার এলে আর কিছু না, কেবল কতক গুল তিরস্কার অপমান করে বিদায় করি। এই কথা মুখে বলি আর মনেও ভাবি, কিন্তু কাজে পারি কই। আমার কথা যেন কাপুরুষের তর্জ্জন গর্জ্জন, আড়ে আড়ালে যতক্ষণ। কিন্তু যার উদ্দেশে এত তার সম্মুখে কথা দূরে থাক, ভাল করে নিশ্বাস ছাড়তে পারি নে। আহা রাজকুমার! তুমি কোন প্রাণে বল্লে " আমি এ বিবাহে সম্মত। "

গিরীন্দ্র সিংহের প্রবেশ।

গিরী। একি ? একি ? এখন এখানে ? ভয় নেই, ভয় নেই, আমি যাচ্ছি।

মান। আপনি এখন রাজা, আপনার ভয় নেই। কিন্তু আমার প্রাণ কাঁপচে।

গিরী। কেন তোমারই বা ভয় কি ?

মান। স্ত্রীলোকের কলঙ্কের ভয় অপেক্ষা আর কি ভয় হতে পারে ?

গিরী। এত কাল যে আমি এই ভাবে তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিছি, তখন কলঙ্কের ভয় ছিল না, বরং আমি

বিদায় চাইলেও তুমি যেতে দিতে না। আর এখন তোমার এত ভয় হল? মানময়ি! ভেবে দেখ তুমিও সেই আমিও সেই কিন্তু তোমার সে প্রণয় কোথা গেল। আমার পিপাসিত প্রাণ যেন মরু ভূমে পড়ে ছটফট কর্চ্ছে।

মান। এতকালের কথায় আর কাজ নেই। সে কাল আপনারও নেই আমারও নেই।

গিরী। আমি তো জানি যে আমিও সেই, তুমিও সেই, কালও সেই।

মান। কিছুই সেই নয়। আপনি রাজত্ব পেয়েছেন, রাজকন্যা পেয়েছেন আমিও যার যোগ্য তাই পেয়েছি।

গিরী। আমার রাজত্ব নামে বটে, কাজে নয়, আর রাজকন্যার তো কথাই নেই।

মান। আবার ঐ কথা? আপনি কি সঙ্কল্প করেছেন যে যাবৎ আমার জীবনান্ত না হবে, তাবৎ আপনি শঠতায় ক্ষান্ত হবেন না?

গিরী। আমার শঠতা! উঃ! মানময়ী তুমি বিনা অপরাধে আমায় যাতনা দিচ্ছ। যখন প্রকৃত অবস্থা প্রকাশ হবে, তখন তোমারও মনে অনুতাপ হবে। যেমন অস্ত্রশিক্ষাকারীরা একটী লক্ষ নির্দ্দেশ করে, অবিচলিত চিত্তে তাকে অস্ত্রে অস্ত্রে ক্ষত বিক্ষত করে, এক্ষণে তোমার কথা গুলি তীক্ষ্ণ বাণের ন্যায় আমার হৃদয়কে তেমনি বিক্ষত কর্চ্ছে।

মান। কি করি? আমরা স্ত্রীলোক বাকচাকুরী দ্বারা স্বাভাবিক কর্কশ কথা কোমল কত্তে জানি নে। যে মিথ্যা কথা কয় তাকে মিথ্যাবাদী বলি অযথার্থবাদী বলি নে; যে শঠতা করে তাকে শঠ বলি সুচতুর বা সুকৌশলি বলি নে। যে খুন করে তাকে খুনী বলি, হিংসক বলি নে।

গিরী। ক্ষমা কর, ক্ষমা কর। আমি আর সহ্য কর্ত্তে পারি নে। যেমন জীবিত মৎস্য উত্তপ্ত তৈলে নিক্ষেপ কর্ল্লে ধড় ফড় করে, আমার প্রাণ তেমনি কচ্ছে। হৃদয় যদি চক্ষের গোচর হত, তবে আমি এই তলোয়ারের দ্বারা বক্ষস্থল বিদীর্ণ করে এখনি দেখাতেম।

মান। তোমার এখনও চাতুরী, এখনও ছলনা! তোমার ইচ্ছেটা কি? তুমি রাজকন্যা বিবাহ করবে! আবার আমি কি তোমার চাতুরিতে ভুলে ধর্ম্ম নষ্ট করে তোমার উপপত্নী হয়ে থাকব?

গিরী। (মানময়ীর এই কর্কশ বাক্যে যেন গুরুতর আঘাত জন্য হীন বল হইয়া পতন হওয়ার ন্যায় নিকটস্থ চেয়ারে উপবেশন ও কিয়ৎকাল নিঃশব্দে অশ্রুপাত করিয়া) উঃ! কি যাতনা! মানময়ী তুমি এত নির্দ্দয়া কেমন করে হলে? আমি রাজা হয়ে আজ দুদিন যেন পথের কাঙ্গালির ন্যায় লালায়িত হয়ে বেড়াচ্ছি। এ তুমি দেখতে পাচ্ছ, তথাচ তোমার মন নরম হল না। আর আমি কিছু চাই নে, শুদ্ধ একটু স্থির হয়ে আমার দুটি কথা শুন, এই

চাই। তা তুমি আমার প্রতি এমনি বক্র যে আমি কথা না কইতে তুমি শঠ, বঞ্চক, মিথ্যাবাদী খুনে এই সকল ভাষা প্রয়োগ কর। আচ্ছা, তবে আমি তোমার এইখান থেকেই বন যাত্রা করি, আর বীরনগর ফিরে যাব না। তা হলে অবশ্য তোমার বিশ্বাস হবে যে আমি বঞ্চক নই।

মান। (স্বগত) আহা! অশ্রুপাত হচ্ছে। তবে কি যা বলছেন তাইই সত্য, আর সব মিথ্যা? চিঠি মিথ্যা, কথা মিথ্যা? (প্রকাশে) আচ্ছা, আপনার কি কথা আছে বলুন।

গিরী। প্রথম কথা এই যে তুমি আমাকে বঞ্চক বলে জ্ঞান কল্লে কিসে?

মান। আপনি রাজা হন, রাজকন্যা বিবাহ করুন, এ সব আমার সহ্য। আমি জান্‌তেম যে অহঙ্কারের সন্তোষের জন্য রাজত্ব, আর রাজত্বের অনুরোধে রাজ-কন্যা বিবাহ করা। কিন্তু আপনি বীরনগর যাত্রা করবার সময় আমাকে মিথ্যা আশ্বাস দেবাব কি প্রয়োজন ছিল?

গিরী। মিথ্যা আশ্বাস কিসে হল?

মান। এ কথা আমি কেমন করে বলি। সে কথা মনে হলে যে আপনা আপনিই লজ্জা হয়। আপনি আমাকে বলে গেলেন যে কখন রাজকন্যার পাণিগ্রহণ করবেন না। আবার সভায় গিয়ে বল্লেন "আমি এ বিবাহে সম্মত।"

গিরী। ওঃ! বিধাতার কি চক্র! আমি বল্‌তে ইচ্ছা করেছিলেম যে আমি সম্মত নই। কিন্তু আমার কথা শেষ না হতেই তোমার পিতা গোলমাল করে বিপরীত ভাব প্রচার করে দিলেন।

মান। ভাল সে যেন হল। কিন্তু আপনার হাতের লেখা পত্র তো অস্বীকার কর্ত্তে পারবেন না।

গিরী। কোন পত্র?

মান। যে পত্রে আপনি লিখেছিলেন যে রাজকন্যাকে বিবাহ করবেন, আরও দশটা, তার মধ্যে আমাকেও বিবাহ করবেন।

গিরী। এমন চিঠি যে আমি লিখেছি এটা তোমার নিঃসন্দেহ বিশ্বাস হয়েছে? চিঠি আমার হস্তাক্ষরে?

মান। সে বিষয় না জেনে কি আমি এত কথা বলছি? এই সে চিঠি। (চিঠি দান)

গিরী। (চিঠি দৃষ্ট করিয়া সক্রোধে ডেলাবৎ করিয়া নিক্ষেপ) এ আমার লেখার অনুকরণ বটে কিন্তু আমার লেখা না। আমি যে পত্র আমার চাকরের হাতে পাঠায়ে দিয়েছিলেম। তা তুমি গ্রহণ করনি।

মান। আপনি চাকরের হাতে পত্র পাঠায়েছিলেন তাও যেমন সত্য, এ পত্র যে আপনার লেখা নয় তাও তেমনি।

গিরী। কি? আমি মিথ্যা কথা বল্‌ছি? যে এই পত্র

তোমাকে দিয়েছে তার দ্বারায় তুমি তদন্ত কর, যদি এ পত্র আমার এমন প্রমাণ হয়, তবে আমি আজ হতে ক্ষত্রিয় কুলের কলঙ্ক বলে আপনাকে ঘোষণা করব। (কলঙ্ক শব্দের সহিত মেজের উপর সজোরে করাঘাৎ করাতে সামাদান পড়িয়া বাতি নির্ব্বাণ হওয়ায় মানময়ী দ্রুত ঐ বাতি লইয়া অন্য ঘরে অর্থাৎ নেপথ্যে গিয়া ঐ বাতি জ্বালিয়া পুন প্রবেশকালীন রুদ্রপ্রতাপ সিংহ উন্মত্তের ন্যায় এক নিষ্কোষিত তলোয়ার হস্তে বেগে মানময়ীকে পশ্চাত রাখিয়া প্রবেশ)

রুদ্র। কে রে তুই! নরাধম, পামর! এত বড় যোগ্যতা! তুই মূষিক হয়ে নিদ্রিত সিংহের বদনে প্রবেশ কর্ত্তে সাহসী হয়েছিস। তোর যদি কিছু মনুষ্যত্ব থাকে তলোয়ার বাহির কর। কারণ আমি অস্ত্র হীনের প্রতি অস্ত্রাঘাত করিনে।

গিরী। সেনাপতি! তুমি নির্দ্দোষী, শুদ্ধ ভ্রম বশতঃ আমার প্রতি এমন কটু ভাষা প্রয়োগ কর্চ্ছ। অতএব আমি তোমার প্রতি অস্ত্রাঘাত কর্ত্তে অনিচ্ছুক।

রুদ্র। কি বল্লি! ভীরু! কাপুরুষ! তুই উদারতার আবরণে আপনার ভীরুতা গোপন কর্ত্তে চাস। শীঘ্র তলোয়ার লয়ে যুদ্ধ কর নচেৎ আমি তোর বক্ষে পদাঘাত করি।

গিরী। হে ধর্ম্ম! মিতু সাক্ষী! (তলোয়ার নিষ্কো-

ষিত করিয়া যুদ্ধ ও রুদ্রপ্রতাপ মনের ব্যগ্রতা বশতঃ বৈরির তলোয়ারাভিমুখে ধাইয়া যাওয়াতে উক্ত তলোয়ার তাহার বক্ষে প্রবেশ করিয়া পিষ্ঠদেশ হতে নির্গত ও সেনাপতির পতন)

রুদ্র। এই হল আমার জীবন যাত্রা সমাপ্ত। পাপের জয়, ধর্ম্মের পরাজয়। সম্প্রতি তলোয়ারের আঘাতে আমার প্রাণ বিয়োগ হচ্ছে না। এই পাষণ্ড লম্পট যে আমার সহধর্ম্মিনীর ধর্ম্ম নষ্ট করে অবাধে সুখে কাল যাপন করবে এই দুঃখে আমার প্রাণ কাতর হয়ে বিদায় হচ্ছে। এই দুঃখে আমার শেষকালে অশ্রুপাত হল। হা বিধাতা! আমার প্রতি কি এই বিচার হল!

মান। তোমার এ দুঃখ আমি দূর কর্চ্ছি। আমিও তোমার সঙ্গে আস্‌ছি। (রুদ্রপ্রতাপের তলোয়ার লইয়া উভয় হস্তে সজোরে হৃদয়ে আঘাৎ ও রুদ্রপ্রতাপের বাহু মূলে মস্তক ন্যস্ত করিয়া পতন)

রুদ্র। আ—আঃ এখন আমার সব দুঃখের শমতা হল। এখন আমার হৃদয় শীতল হল। মানময়ী তুমি প্রকৃত সাধ্বী। তুমি নারীকুলের গর্ব্ব। হীরক রাশির মধ্যে যেমন কোহেনুর, রমণী সমূহের মধ্যে তেমনি তুমি। তুমি যে কুলের কুলকন্যা সেই কুলই উজ্জ্বল। তুমি যে কুলের কুলবধূ সেই কুলই ধন্য। তোমার সতীত্বের যশ আর তার সহযোগে আমার নাম যে চিরকাল জাগরুক

থাকবে সেই আনন্দে আমার এই সমাগত মৃত্যুকে যেন আমোদ প্রমোদে রাত্রি জাগরণের পর সুস্নিগ্ধ প্রাতঃকালের নিদ্রার ন্যায় জ্ঞান হচ্ছে। আ—আর কি বলব, আমার কণ্ঠরোধ। (মরণ)

সীতাপতি সামন্তের প্রবেশ।

মান। বাবা! আপনি এসেছেন ভাল হয়েছে। আপনার হতভাগিনী মানু আজ বিদায় হয়। (রোদনের সহিত) এই রুদ্রপ্রতাপ সিং আমার জন্যে কত যত্ন কত ক্লেশ করেছেন। আমি এ জন্মে কখনও ভাল করে একটি কথাও কই নি। বরং অনাদর অশ্রদ্ধা, অপমান এই করিছি। তাতে কখনও বিরক্ত হন নি বরং খেদ করেছেন আর কেঁদেছেন। আজ দু দিন যে বিবাহ হয়েছে আর আমি ঐ চরণের দাসী হয়েছি, তথাচ ওঁর প্রতি আমার ব্যবহার সেই রূপই আছে। যদি কিছু পরিবর্ত্তন হয়ে থাকে সে কেবল মন্দের পক্ষে। তবু আমাকে কিছু অনুযোগ বা তিরস্কার না করে কেবল আপনার অশ্রুপাত করেছেন আর আপনার দুরদৃষ্টের উপর বিলাপ করেছেন। চিরকাল এই ভাবে ক্লেশ, অপমান, মনঃপীড়া সহ্য করে অবশেষে আমার জন্যে প্রাণ পর্য্যন্ত পরিত্যাগ কর্ল্লেন। তবে দেখুন আমার নিষ্ঠুরতার জন্যে এঁর এ জন্ম কেবল দুঃখেতে অতিবাহিত হল। এই জন্যে আমার এই বাসনা যে পুনর্জ্জন্মে যেন এঁরই

সঙ্গে আমার বিবাহ হয়, আর আমি যেন চিরকাল ঐ চরণ সেবায় কাল যাপন করি। বাবা! আমাকে এখন এই আশীর্ব্বাদ করুন (গিরীন্দ্রের প্রতি) আমি রাগ বশে আপনার অপরাধের তদন্ত না করে সহসা এই বিবাহ করে আর অন্যায় তিরস্কার অপমান করে আপনার মনে বেদনা দিয়েছি। আপনি আমাকে ক্ষমা করুন আর এই অবধি কোন অপরাধ নিঃসন্দেহ প্রমাণ হওয়া সত্বেও যেন অপরাধীর উত্তর না নিয়ে কেউ তার দণ্ড না করে। আর আমার পিতার কৌশলে আমাদের বিবাহ বারণ হয়েছে বলে ওঁর প্রতি আপনার কোপ না থাকে। উনি আপনার কন্যা রাজরাণী হওয়া অপেক্ষা দেশের হিত আর রাজার হিত অধিক জ্ঞান করেছেন। যে রাজার এমন মন্ত্রী তার ভাগ্যের আর প্রমাণ চাই নে, অতএব আমার পিতাকে অনাদর না করেন। আর অভাগিনী মানময়ীর নাম স্মৃতিপট হতে তুলে ফেলুন। (মরণ)

সীতাপতি ও গিরীন্দ্র কিয়ৎকাল
নিঃশব্দে রোদন।

সীতা। মহারাজ! আর রোদন বিফল। এক্ষণে আপনি বীরনগর যাত্রা করুন। সেখানে গিয়ে রাজকন্যা তারবতীর পাণি গ্রহণ করুন। তারাবতী রমণী কুলের জ্যোতি। পরিশেষে সুখে রাজ্য করুন।

গিরী। আপনি আমার পিতা অপেক্ষা অধিক। পিতা

আমাকে জীবন দিয়েছেন, আপনি সেই জীবন রক্ষা করে-ছেন আর বিদ্যা দান করেছেন, যার অভাবে জীবন বিফল অপেক্ষাও অপকৃষ্ট। অতএব যদি আমি রাজত্ব করি, আপনার সহকারিতা ভিন্ন আমি রাজকার্য্য নির্ব্বাহ কর্ত্তে সমর্থ হব না।

সীতা। মহারাজ! এর পর আর কি আমি অত চিন্তা বা পরিশ্রম কর্ত্তে পারব? আমার প্রাণ-পক্ষী যে বৃক্ষে আশ্রয় করেছিল তার পতন হল, আর সে পক্ষী শূন্যভরে ভ্রমণ কর্ত্তে লাগল। আর কি স্থির হবে? বিশেষতঃ আমার এ জীবনের উদ্দেশ্য ছিল এই রাজ্যের ও পৌর-রাজবংশের হিতসাধন করা, ভগবানের ইচ্ছায় আমার মানস সিদ্ধ হয়েছে। আর আমার জীবনও শেষ হয়েছে। চলৎ শক্তিও রহিত হয়েছে, এ দিকে মোকামে এসেও পৌছিচি। তবে আমার দ্বারা যে কিছু উপকার হতে পারে তার জন্যে চিন্তা নেই।

[সকলের প্রস্থান।

মানময়ী ও রুদ্রপ্রতাপের শব বহন।

পরিশিষ্ট।

১৭ পৃষ্ঠা ১২ পঙ্‌ক্তির পর।

রাগিণী সিন্ধু খাম্বাজ—তাল আড়া।

অমূল্য অমিয় আশে, করি অশেষ যতন, পাইলে অমর হব, না পাই হবে মরণ।

মধুমক্ষিকা দংশন, ভয়ে ভীত যার মন, মধু চক্রতার কভু, নাহি হয় উপার্জ্জন।

হেরে জলধি তরঙ্গ, ভয়ে যার কাঁপে অঙ্গ, সে জল নিধির নিধি, নাহিক পায় কখন।

২৩ পৃষ্ঠা ৪ পঙ্‌ক্তির পর।

রাগিণী ঝিঁঝিট—তাল মধ্যমান।

হৃদি কাননে, প্রেম কুশম কলি ফুটিল; প্রমদ সৌরভ তার, চারিদিকে ছুটিল।

হেরে মন মধুকর, পুলকে পূর্ণ অন্তর, সুখ মকরন্দ লোভে, মত্ত হয়ে উড়িল।

পিপাসিতে বারি পানে, বাদী হওলো কোন প্রাণে, এ সময় দিও না বাধা, হয়ে আমায় কুটিল।

৩৯ পৃষ্ঠা প্রথমে।

রাগিণী বেহাগ—তাল একতালা।

কই সই আইলেন রাজন, উচাটন প্রাণ মন, প্রেম কি বিষম জ্বালা প্রেম কি বিষম জ্বালা দেখ কাঁপিছে হৃদয় দেখ কাঁপিছে হৃদয় নবধৃত পাখী যেন।

আশা সব বিফল হইল, হুতাশে দেখ অধর শুকাইল, নয়নে জ্বলে অনল্। আর না পারি চলিতে, আর না পারি বলিতে, বুঝি গেল গো জীবন।

মানে প্রাণে ঘটিল বিরোধ, কেমনে রাখি উভয় অনুরোধ, যাউক মানেরি মান। চল লইয়ে আমারে যাই ভেটিতে রাজারে বিলম্বে নাই প্রয়োজন ॥

৪১ পৃষ্ঠা ৪ পক্তির পর।

রাগিণী টড়ি ভৈরবী—তাল তিওট।

প্রেম আগে হয়, কি বিরহ আগে হয়, নারি বুঝিতে কিশে জ্বলে গো হৃদয়।

প্রেম সুখ কই, হইল সই, ইতে যন্ত্রণা লাঞ্ছনা যে সমুদয়। যে হতে হেরেছি তাঁরে, আমার তিলেক মন প্রাণ স্থির নয়।

৫ ম অঙ্ক, ১ ম গর্ভাঙ্ক। "এলে বাঁচি"র পর।

রাগিণী ঝিঁঝিট—তাল পোস্তা।

সখি যে দহিল মম জীবনে, মরি মরি সে বিনে। যে মরে আমার তরে, তারে চাহিনে।

যে ভুজঙ্গেরি গরলে, অহরহ দেহ জ্বলে, এ জ্বালা জুড়ায় পুন, তারি দংশনে।

যে আমা বিনে জানে না, দিয়েছি তারে যাতনা, তার সমুচিত হল, কপাল গুণে॥

৮৫ পৃষ্ঠার শেষ।

রাগিণী যোগিয়া বিভাস—তাল ঠুংরি।

পুড়িল প্রণয় বাসা, উড়িল প্রাণ বিহঙ্গ। এ জনমের মত আমার, প্রেম ব্রত হল সাঙ্গ।

এরূপ গুণ যৌবন, রাজ্য রাজসিংহাসন, ডুবিল এ সুখের ভরা, উথলি দুখ তরঙ্গ।

এত দিন যেন স্বপনে, ছিলাম সুখের যতনে, হতে সব আয়োজন, সুখ নিদ্রা হল ভঙ্গ।

সম্পূর্ণ।